দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:8 Issue:49 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ১১ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরি ○ ২৭ অক্টোবর ২০২৩ ○ ৯ কার্ত্তিক ১৪৩০ ○ শুক্রবার | অষ্টম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

দুস্থ মহিলাদের শাড়ি উপহার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যে সমার্থক, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অন্যতম পুরোধা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান, সেটাও সকলের জানা। ফলে আইমাকে মুসলিমদের সংগঠন বলে যারা কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য মোক্ষম জবাব হল আইমার নানামুখী কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আইমার সৈনিকরা যেভাবে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান তার কোনও তুলনা চলে না।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক নজরে

জীবিত পুতিন?

● মঙ্গলবার সকালে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল মারফত খবর ফাঁস হয়, হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। নিজের বেডরুমের মেঝেতে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। খবর ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে নানা জল্পনা উঠে আসে। অবশেষে মুখ খুলল ক্রেমলিন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জীবিত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

জ্ঞানের ভাণ্ডার

● ৩১ টি দেশের মুদ্রার নাম হোক বা সমস্ত গ্রহের সঠিক নাম। একজন স্কুল পড়ুয়ার পক্ষে বলা সম্ভব। কিন্তু তার যদি বয়স হয় মাত্র দুই বছর নয় মাস। হ্যাঁ, এমনই এক বিস্ময় বালকের সন্ধান মিলল দুর্গাপুরে। তাঁর এই স্মৃতিশক্তির স্বীকৃতি দিয়েছে এশিয়ান বুক অব রেকর্ডস। রয়েছে আরও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও। বয়স মাত্র ২ বছর ৯ মাস। এখনও পর্যন্ত ভালো করে কথা ফোটেনি খুদের মুখে। কিন্তু তার মধ্যেই গড়গড় করে বলে দিচ্ছে ৩১টি দেশের মুদ্রার নাম।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

ঝাঁ চকচকে শহর

● মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা সম্প্রতি এক অদ্ভুত পরিকল্পনা নিল। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে একটি বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে নাসা। তা তৈরি হবে ধুলো দিয়ে। চাঁদে গিয়ে নভোচারীদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা। চাঁদে জমি কেনার হিড়িক বেশ অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এবার শুধু বাকি আছে বাড়ি তৈরি ও রাস্তা নির্মাণ।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

ব্যতিক্রমী নজির আইমার

শারদোৎসবে সম্প্রীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন সংক্ষেপে আইমা, যে সংগঠনটি তৈরিই হয়েছিল হিন্দু মেয়ে মনীষা বাল্মীকির হত্যার বিচার চেয়ে। সেই আইমা একযুগ পার করে এসেছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পথ থেকে তারা একচুল সরে আসেনি। কেননা জন্মলগ্ন থেকেই হিন্দু এবং মুসলমান; মূলত এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু নির্মাণের কাজ করে চলেছে আইমা। সংগঠনের সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব এই বাংলায় সম্প্রীতি রক্ষার একজন অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্প্রীতির আদর্শকে তাই হাতিয়ার করেই এবারও শারদোৎসবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির স্থাপন করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন কর্মীরা। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি মানুষও যেন শারদীয়া দুর্গোৎসবের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হন, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল আইমাকর্মীদের। সংগঠনের কর্ণধার সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলাজুড়ে আইমার বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকরা নতুন পোশাক এবং মিষ্টি তুলে দেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় এবং দুস্থ মানুষদের হাতে। পাশাপাশি তাঁরা আইমা সুপ্রিমোর শুভেচ্ছাবার্তা পৌঁছে দেন তাঁদের কাছে। নিজেরাও শারদ শুভেচ্ছা জানান।

সম্প্রীতির এমন নজির বোধহয় বাংলায় আর দুটো খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ মেইনস্ট্রিম মিডিয়াগুলো এমন খবর এড়িয়ে চলে সচরাচর। কিন্তু তাতে বিশেষ হেলদোল নেই আইমার সৈনিকদের। তাঁরা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নেতৃত্বে সম্প্রীতির যে আদর্শ গড়ে তুলেছেন বাংলার কোণে কোণে, তার জন্য গর্বিত বলে মনে করেন। এই একই ভাবনা অন্তরে লালন করছেন আইমার কর্ণধার তথা এই বাংলায় সম্প্রীতির অন্যতম রূপকার এবং যুব সমাজের নয়নের মণি সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তিনি বলেন, "গোটা ভারতবর্ষে যখন সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখতে নানাভাবে চেষ্টা চলছে তখন এই বাংলারই একটা বৃহত্তর অংশ সেই শক্তিকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাঙালি হিন্দুরা এটা বুঝতে পারছেন না যে, বিজেপি শুধুমাত্র মুসলমানদেরই শত্রু নয়। তারা বাঙালি হিন্দুদের অস্তিত্বকেও সংকটে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে।"

'বাংলার একটা বৃহত্তর অংশ' বলতে আইমা সুপ্রিমো তৃণমূল কংগ্রেসকেই নিশানা করেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। কারণ, তৃণমূলের জমানাতেই এই বাংলায় দাঙ্গাবাজ বিজেপির উত্থান হয়েছে ঝড়ের গতিতে।

এর পর দুয়ের পাতায়

'মেরি মাটি মেরা দেশ'। কাশ্মীরে 'অমৃত কলস যাত্রা'র সূচনায় ঐতিহ্যবাহী কাশ্মীরি নৃত্য পরিবেশনায় মহিলারা।

সুন্নতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা আলোচনায় সৈয়দ রুহুল আমিন

তালেবুর রহমান লস্কর

মুসলিম সমাজে যে অধঃপতন প্রকট হয়েছে তা হল সুন্নতের প্রতি অবহেলা। এর কবল থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে বাঁচানোর লক্ষ্যে প্রতাপপুর দরবার শরিফের হালকায়ে গলিফের মজলিসে ভাইজান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রসূল (সাঃ)-এর সুন্নত হচ্ছে ইসলাম ও শরিয়তের মূল ভিত্তি। সুন্নত ছাড়া যেমন ইসলামের আলোক উজ্জ্বল পথ পাওয়া যায় না, তেমনি সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসরণ ছাড়া শরিয়তের অনুপম সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলাও সম্ভব নয়। হুজুর (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারী ও হাকিকী মহব্বত-এর প্রকৃত উদাহরণ হচ্ছে সুন্নতভিত্তিক জীবন গঠন করা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নতের প্রয়োগ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। অন্তরের অভ্যন্তরে পালিত ইমানের বহিঃপ্রকাশ সুন্নতের অনুসরণ দ্বারা ঘটে থাকে। স্থান কাল পাত্র ভেদে আমরা সুন্নতকে ছেড়ে বসি, এটা সুন্নতের অপমানকর অবমাননা। রসূল (সাঃ)-এর প্রতিটি আদর্শ কামজা আদর্শের দাবিদার। এর ঊর্ধ্বে কোনও আদর্শ হতে পারে না। এর সমকক্ষ কোনও আদর্শ বিনয়, ভদ্রতা ও আধুনিকতা ছাপ রাখতে পারে না। সুন্নত হচ্ছে সর্বাধুনিক অতুলনীয় আদর্শ। সুন্নতের নীতিমালা হচ্ছে হীরকোজ্জ্বল আদর্শের গচ্ছিত সম্পদ। যা কিয়াম অবধি উম্মতের জন্য যাবতীয় বিভ্রান্তি থেকে বাঁচার একমাত্র সম্বল।

সৈয়দ রুহুল আমিন সাহেব কোরান হাদিসের ফাত্তাবিয়ুনী ইহবুব কুমল্লাহ আয়াতের বিশ্লেষণাত্মক তফসীর উপস্থাপনা করেন। তিনি ইসকেই লাহী হয়ে ওঠার জন্য রসূল (সাঃ)-এর ইসক অন্তরে পোষণ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। আর রসূল (সাঃ)-এর মহব্বতের দাবি অন্তঃসারশূন্য প্রলাপ মাত্র। মূলত আল্লাহতায়ালার নৈকট্য হাসিলের একমাত্র পথ হচ্ছে নিজেদের জীবনকে সুন্নতময় করে তোলা। বর্তমানে মানুষ জ্ঞানের স্বল্পতার কারণেই হোক কিংবা প্রবাহমান সমাজের ভ্রান্তিমূলক ধারণা হোক, সুন্নতকে অবহেলা করে চলেছে। এটা এই উম্মতের জন্য ভয়ানক উদ্বেগের কারণ। হয়তো এভাবেই এই উম্মত নিজহস্তেই ইসলামের সৌন্দর্য বিনষ্ট করে ফেলবে। নচেৎ কালের অবর্জনাস্তূপে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করে দেবে।

এর পর দুয়ের পাতায়

ফিলিস্তিনে ইজরায়েলি বর্বরতা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনি সংকেত!

নিজস্ব প্রতিনিধি: "দ্বিচারিতা নয়, সত্যের পক্ষ অবলম্বন করুন। গদি মিডিয়ার গিলিয়ে দেওয়া ভাষাতে কথা না বলে ন্যায়ের পক্ষে গলার স্বরকে তুলে ধরুন।" ঠিক এই ভাষাতেই এবার ফিলিস্তিনের বিরোধীদের নিশানা করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। হাজার হাজার ফিলিস্তিনির হত্যাকারী জায়নবাদী ইজরায়েলের হয়ে যাঁরা সাফাই গাইছেন তাঁদেরকে ভালো করে ইতিহাস পড়ার নিদান দিলেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলের বর্বর আক্রমণ দু-সপ্তাহ পার করে ফেলেছে। তাদের অমানবিক এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বলি হয়েছেন প্রায় ৫ হাজার নিরীহ ফিলিস্তিনি। এই অমানবিক যুদ্ধ থামাতে মুসলিম দেশগুলো এখনও পর্যন্ত কোনও উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

মনুবাদী আরএসএস এবং বিজেপি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আগেই অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। এবার ইজরায়েলকে সমর্থনের মধ্যে দিয়ে তাদের ষোলো কলা পূর্ণ হল। এর ফলে ভারতের বেশিরভাগ হিন্দু ফিলিস্তিন বিরোধিতার নামে উগ্র মুসলিম-বিরোধী হয়ে গেল।
সৈয়দ রুহুল আমিন
সম্পাদক, আইমা

অথচ উল্টোদিকে প্রায় সমস্ত পশ্চিমা দেশগুলো একযোগে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই অবস্থায় এবার মুখ খুলে ইজরায়েলপন্থীদের একহাত নিলেন আইমা সুপ্রিমো। গদি মিডিয়ার মগজধোলাই বড়ি খেয়ে যাঁরা হামাস এবং ফিলিস্তিনের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা ইতিহাস জানেন না বলে কটাক্ষ করলেন তিনি। আইমা সুপ্রিমো বলেন, "ইজরায়েলের আদি ইহুদিরাই ফিলিস্তিনে নেতানিয়াহু সরকারের এই অমানবিক হামলার বিরোধী। তাঁরা চান না গায়ের জোরে ফিলিস্তিনিদের জমি, ঘরবাড়ি দখল করুক জায়নবাদী সরকার। এমনকী ১৯৪৭ সালের আগে অবৈধ ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন হবার আগে পর্যন্ত ইহুদিদের প্রধান রাব্বিও দুসিনস্কি জোর করে রাষ্ট্র গঠনের বিরোধী ছিলেন।" রাব্বি দুসিনস্কি যে রাষ্ট্রসংঘের ঠিক করে দেওয়া 'টু স্টেট পলিসি'রও বিরোধিতা করেছিলেন সেই তথ্যও তুলে ধরেন আইমা সুপ্রিমো।

এর পর দুয়ের পাতায়

আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ রুহুল আমীন সাহেবের সুপরামর্শ ও দু'আয়
পূর্ব মেদিনীপুরের সাধারণ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মেধাবী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও ছাত্রীদের এবং অন্যান্য চাকুরি প্রার্থীদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নামমাত্র ব্যয়ে প্রস্তুতি পরিষেবা দিতে আপনার কাছে উপস্থিত

Eduright এর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞগণ।

Eduright
RIGHT TO EDUCATION FOR EVERYONE

ADMISSION GOING ON

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন ?

স্নাতক কিংবা সমতুল (B-Tech, BE, BBA, BCA, etc.)
পড়াশোনার সাথে সাথে কিংবা যারা পাশ করে গিয়েছেন তারা
WBCS / BANK / SSC / PSC / RAIL...-সমস্ত

চাকরির পরীক্ষায় বসতে চান ?

তাদের জন্যই Eduright পশ্চিমবঙ্গে
সর্বপ্রথম নিয়ে এলো Online ও Offline mode-এ
বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে

WBCS-সহ সকল চাকরির পরীক্ষার
(BANK /SSC / PSC / RAIL....) প্রশিক্ষণ।
উন্নতমানের Study Materials,সর্বোচ্চ লেভেলের Faculties
এবং সাফল্য নির্ভর Curriclum।

NEET (UG) | JEE
BOARD & COUNCIL (Madhyamik & H.S.)
WBCS
Other Competitive Examinations

স্টাডি মেটেরিয়াল ক্লাস টেস্ট সহ
প্রতি রবিবার ধারাবাহিক ক্লাস।
বিস্তারিত জানতে ফোন করুন
86172 01223
98364 10863

Eduright
RIGHT TO EDUCATION FOR EVERYONE
Organised by :
A M Education Foundation
www.eduright.online
Classroom & Online Programme

অফিস : ৩ সত্যেন বসু রোড
হাওড়া - ৭১১১০৯

ইসলামিক ভাবাদর্শে বালকদের একটি উচ্চমানের আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল একাডেমী (উঃ মাঃ)

পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি

মল্লিকপুর ❖ পোঃ ও থানা - হাড়োয়া ❖ জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা ❖ পিন - ৭৪৩৪২৫

২০২৪ শিক্ষাবর্ষে পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণির ভর্তির বিজ্ঞপ্তি
ফর্ম পাওয়া যাবে : ২৫ জুলাই ২০২৩ থেকে
ভর্তির ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৫ নভেম্বর ২০২৩, রবিবার
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১২ নভেম্বর ২০২৩,
শনিবার কলম পত্রিকায় ও একাডেমীর নিজস্ব ওয়েবসাইটে।
কাউন্সিলিং ও ভর্তি শুরু : ২০ নভেম্বর সোমবার ২০২৩,
সকাল ১০টায় একাডেমি ক্যাম্পাসে।

আকবর আলি
সম্পাদক

রওশন জামির নূরী
সভাপতি

মুফাম্বির হোসেন
সুপারইন্টেনডেন্ট

অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ চলছে
ভিজিট করুন অথবা স্ক্যান করুন
www.hashimiainternationalacademy.com
বিস্তারিত জানতে কল করুন : 8001559185 / 9564948722

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিলেবাস, ছাত্রদের জন্য (আবাসিক)

আমাদের পরিষেবা

NEET-এর কোচিং
তত্ত্বাবধানে : Shaheen Group of Institution, Bidar, Karnataka
(ছাত্র-ছাত্রী পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা)

হাফেজী বিভাগ
১০-১২ বছরের ছাত্রদের হাফেজী শিক্ষার পাশাপাশি
জেনারেল শিক্ষা (আবাসিক)

যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসতে পারবে না তাদের একাডেমীতে
স্পট সিলেকশনের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

মাধ্যমিক রেজাল্ট - ২০২৩
৬০০ এর উপরে ▶ ৬ জন
৫৫০ এর উপরে ▶ ২০ জন
৪২০ এর উপরে ▶ ২৯ জন
মোট পরীক্ষার্থী ▶ ২৯ জন
সর্বোচ্চ নম্বর ৬১৮

NEET রেজাল্ট ২০২২-২৩
৬০০ এর উপরে ▶ ১ জন
৫০০ এর উপরে ▶ ৪ জন
মোট পরীক্ষার্থী ▶ ২৯ জন
সর্বোচ্চ নম্বর ৬২০

620
NEET TOPPER 2023
সোফিয়া আরিফ

দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য স্কলারশিপের সুব্যবস্থা আছে
বিস্তারিত জানতে কল করুন : 8001559185 / 9564948722

ভয়ংকর অস্ত্র ব্যবহার করছে ইজরায়েল

বিশেষ প্রতিনিধি: হামাসের রকেট হামলা কিছুটা হলেও ঠেকিয়ে দিয়েছে ইজরায়েলের আয়রন ডোম। তবে তা যে অজেয় নয় তা হামাসের হামলায় প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। এবার হামসের বিরুদ্ধে হামলায় ইজরায়েল প্রয়োগ করছে তাদের ভয়ংকর অস্ত্র 'আয়রন স্টিং'। তাদের হাতে থাকা ওই অস্ত্রের ক্ষমতার কথা জানিয়েছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স।

'আয়রন স্টিং' তৈরি করে এলবিট সিস্টেম। ২০২১ সালে এই অস্ত্রটি প্রকাশ্যে আনে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। এটিকে বলা হচ্ছে অত্যন্ত নিখুঁত লক্ষ্যভেদী ও মোটর বম্ব। মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ এই আয়রন স্টিংকে রীতিমতো সমীহ করে। রবিবার হামাসের বিরুদ্ধে ওই অস্ত্র ব্যবহার করে ইজরায়েলি সেনা। হামাসের একটি রকেট ধ্বংস করতে আয়রন স্টিং ব্যবহার করা হয়। এই অস্ত্রের একটি বিশেষত্ব হল ফাঁকা জায়গার পাশাপাশি ঘন বসতিপূর্ণ এলাকাতেও এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। যে জায়গায় হামলা করা প্রয়োজন সেখানেই এটিকে ব্যবহার করা যায়।

ইজরায়েলি সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী, ওই বম্বের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে একটি ১২০ এমএম মোটর, জিপিএসের পাশাপাশি নিখুঁত নিশানায় আঘাত করার জন্য এটিতে রয়েছে লেজার গাইডেন্স ফেসিলিটি। এই অস্ত্রের পাল্লা ১-১২ কিলোমিটার। বলা হয়ে থাকে স্থলযুদ্ধে তোলপাড় করে দিতে পারে এই আয়রন স্টিং। ২০২১ সালে এটির পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়।

ইজরায়েলের ওই অস্ত্রের ব্যাপারে সেখানকার সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছেন ইজরায়েলি কমান্ডা ফোর্সের কমান্ডার ওমের কোহেন। তিনি বলেন, এরকম এক নিখুঁত অস্ত্র পেয়ে ফোর্স উপকৃত। হামাসদের বাগে আনতে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে এটি হল অন্যতম অস্ত্র। উল্লেখ্য, ৭ অক্টোবর হামসের হামলার পর থেকে ময়দানে নেমে কাজ করছে ইজরায়েলি কমান্ডো ফোর্স। গাজায় ইতিমধ্যেই তারা ১০০ জঙ্গিকে কাবু করেছে বলে দাবি করা হয়েছে।

গাজায় একদিনে মৃত্যু ৭০৪ জনের!

পবিত্র আল-আকসা মসজিদ নিয়ে বিতর্ক

বিশেষ প্রতিনিধি: ইজরায়েলের হামলায় গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ৭০৪ জন প্যালেস্তাইনির মৃত্যু হয়েছে। গাজায় ৭ অক্টোবর থেকে চলা ইজরায়েলের হামলায় ৫০০০-এরও বেশি প্যালেস্তাইনির মৃত্যু হয়েছে।জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে ইজরায়েল পুলিশ। কাউকে মসজিদ প্রাঙ্গণে ঢুকতে দিচ্ছে না তারা। মঙ্গলবার সকাল থেকে আল-আকসা মসজিদ প্রাঙ্গণে শুধু ইহুদিরাই প্রবেশ করছেন। সেখানে ইহুদিদের প্রার্থনা করার সুযোগ দিয়েছে ইজরায়েলি পুলিশ।

এদিকে প্যালেস্তাইন জানিয়েছে, আল-আকসা মসজিদ মুসলমানদের কাছে পবিত্র এক স্থান। সেখানে শুধু তাঁরাই নামাজ আদায় করেন। কিন্তু নিয়মভঙ্গ করে সেখানে ইহুদিরাও প্রার্থনা করছেন! প্যালেস্টাইন-ইজরায়েলের মধ্যে বিবাদ বহু কালের। দীর্ঘদিন ধরে গাজা উপত্যকায় ক্ষমতায় রয়েছে হামাস। সম্প্রতি দু'দেশের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা মাথা চাড়া দিয়েছে। শনিবার ভোরের দিকে হামাস মাত্র ২০ মিনিটের মধ্যেই আচমকা ৫০০০-এরও বেশি রকেট নিক্ষেপ করে ইজরায়েলে! পরে গাজা উপত্যকায় স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে পাল্টা হামলা শুরু করে ইজরায়েলও।

ইজরায়েলে সুনকও, তেল নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে পশ্চিমে

বিশেষ প্রতিনিধি: ৯/১১-র ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার হামলার পর এ রকম দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পশ্চিম এশিয়ামুখী আমেরিকা-ইউরোপের রাষ্ট্রনেতারা। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সফরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইজরায়েলে পৌঁছন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। সেখানে বৈঠক সেরেই আজ তিনি সৌদি আরবের উদ্দেশে রওনা দেন। সৌদি যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে তাঁর। তেল আভিভ ছাড়ার আগে জানান, ইজরায়েলের জয়ই দেখতে চান তিনি। ব্রিটেনের বিদেশমন্ত্রী জেমস ক্লেভেরলিও যাচ্ছেন মিশর, তুরস্ক, কাতারে।

কূটনীতিকদের মতে, এই উৎকণ্ঠা বা উত্তেজনার কারণ শুধু ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধ নয়। আরব দুনিয়া ইজরায়েল ও তার 'বন্ধু' পশ্চিমি দেশগুলোর উপর চটে। এ অবস্থায় তেল ও সম্পদ সমৃদ্ধ আরবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টায় ব্রিটেন তথা পশ্চিম।

ইজরায়েল-গাজার পরিস্থিতি আজও একইরকম। আজ ওয়েস্ট ব্যাঙ্কেও হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। তারা ঘোষণা করেছে, ইজরায়েল অধিকৃত পশ্চিম ভূখণ্ডের নুর শাম শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েক জন সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করা হয়েছে। ১০ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে। আইডিএফ আরও জানিয়েছে, বেশ কিছু জায়গায় বিস্ফোরক বসানো হয়েছিল। সেগুলি তারা সফল ভাবে নিষ্ক্রিয় করেছে। প্যালেস্টাইনি স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ছ'জন নিরীহ প্যালেস্টাইনিকে খুন করা হয়েছে।

ও দিকে, লেবানন থেকে রকেট এসে পড়েছে উত্তর ইজরায়েলের পশ্চিম গ্যালিলি এলাকায়। পাল্টা গোলাবর্ষণ করেছে ইজরায়েলি বাহিনীও। পরে হামাস ঘোষণা করে, তারা লেবানন থেকে ৩০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

একটানা গোলাবর্ষণে ক্লান্ত গাজাবাসী। আরবের সাহায্য চান না তাঁরা। কোনও মুসলিম দেশের থেকে কিছু চাওয়ার নেই। সব আশা-ভরসা ঈশ্বরের উপর। আর একটাই প্রার্থনা, এই বোমাবর্ষণ বন্ধ হোক। বলছিলেন, ৭০ বছর বয়সি

রাফাত আল নাখালা। হামাস আর ইজরায়েলের বহু যুদ্ধের সাক্ষী তিনি। সব হারানো দেখেছেন, বেকারত্ব দেখেছেন, দারিদ্রে কাটিয়েছেন এক জীবন। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি, 'অবর্ণনীয়'। ইজরায়েলের নির্দেশ মতো উত্তর ছেড়ে দক্ষিণ গাজায় পালিয়ে এসেছেন তিনি। তবে তাঁর কথায়, ''গাজার কোনও জায়গাই আর নিরাপদ নয়।''

একই আর্তি এল-আওয়াদ এল-দালির মুখে। ৬৫-র বৃদ্ধ বলেন, ''আমাদের ঘরবাড়ির উপর এ ভাবে বোমা হামলা বন্ধ হোক। আর কিছু চাই না।'' রাস্তাঘাট বলে আর কিছু নেই। কেউ জখম হলে তাকে যে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, সেই উপায় নেই। বিদ্যুৎ নেই, পানীয় জল নেই। একা এক কোণায় পড়ে রয়েছে মানুষজন, মৃত্যুভয় নিয়ে। সেই সঙ্গে তাড়া করছে আতঙ্ক, এর পর কী হবে?

ফাঁসির সাজা হতে পারে ইমরানের? গোপন রাষ্ট্রীয় তথ্য ফাঁসের বিচার শুরু

বিশেষ প্রতিনিধি: জুলফিকার আলি ভুট্টোর পরে কি এ বার ইমরান খান? পাকিস্তানের আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে কি এ বার ফাঁসিতে ঝোলানো হবে? 'গোপন রাষ্ট্রীয় তথ্য ফাঁসের' মামলায় অভিযুক্ত পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ পিটিআই)-এর চেয়ারম্যান ইমরানের মৃত্যুদণ্ডের সাজার জন্য মামলা হতে পারে বলে সোমবার সে দেশের সরকারি সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। চলতি সপ্তাহেই ইমরান এবং তাঁর দলের নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী শাহ মেহমুদ কুরেশির বিরুদ্ধে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট' (ওএসএ)-এ মামলার শুনানি শুরু হবে আদালতে। এই মামলায় দোষী প্রমাণিত হলে পাক আইন অনুযায়ী ফাঁসির সাজা হতে পারে বলে ইমরানের আইনজীবী উমায়ের নিয়াজি সোমবার জানিয়েছেন। ওএসএ মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার আগামী জানুয়ারিতে পাক জাতীয় আইনসভার নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না ইমরান। প্রসঙ্গত, গত অগস্টে তোশাখানা মামলায় ইমরানের তিন বছরের জেলের সাজায় স্থগিতাদেশ দিয়েছিল ইসলামাবাদ হাই কোর্ট। তাঁর জামিনের আবেদনও মঞ্জুর করা হয়েছিল। কিন্তু ওএসএ-তে অভিযুক্ত হওয়ায় অটক জেল থেকে প্রাক্তন পাক প্রধানমন্ত্রী মুক্তি পাননি। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের গোড়ায় ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাক রাষ্ট্রদূত একটি গোপন নথি ইসলামাবাদে পাঠান। অভিযোগ, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান এবং তাঁর তিন সহযোগী সেই নথি ফাঁস করেছিলেন। যদিও এই ঘটনার নেপথ্যে 'ষড়যন্ত্র' রয়েছে বলে ইমরান শিবিরের অভিযোগ। ইমরানের আইনজীবী দলের তরফে নাঈম হায়দর পানজুথা এর আগে জানিয়েছিলেন, ইমরানকে তথ্য ফাঁসের মামলায় গ্রেফতারের কথা পুলিশ আগে জানায়নি। তিনি বলেন, ''ইমরানকে যে 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট'-এ গ্রেফতার করা হয়েছে, তা আমাদের জানানোই হয়নি। পাকিস্তানের ফৌজদারি দণ্ডবিধি অনুযায়ী কোনও অভিযুক্তকে গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা তাঁর আইনজীবীকে জানানো বাধ্যতামূলক।

জীবিত পুতিন? বিশ্বজোড়া আলোচনার মাঝে মুখ খুলল ক্রেমলিন

বিশেষ প্রতিনিধি: মঙ্গলবার সকালে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেল মারফত খবর ফাঁস হয়, হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। নিজের বেডরুমের মেঝেতে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। খবর ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে নানা জল্পনা উঠে আসে। অবশেষে মুখ খুলল ক্রেমলিন। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, 'রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন জীবিত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ। যা খবর রটেছে তা ভুয়ো।'ভ্লাদিমির পুতিন কি বডি ডাবল ব্যবহার করছেন? এ প্রশ্নের জবাবে দিমিত্রি পেসকভের মন্তব্য, 'স্রেফ আজগুবি। মিথ্যা কথা রটানো হচ্ছে।'

একটি রাশিয়ান টেলিগ্রাম চ্যানেল মারফত ফাঁস হয়, অচৈতন্য অবস্থা নিজের বেডরুমের মাটিতে পড়েছিলেন ভ্লাদিমির পুতিন। চোখ উলটে গিয়েছিল তাঁর। অনুমান করা হয় ম্যাসিভ কার্ডিয়াক অ্যারাস্ট হয়েছে রুশ প্রেসিডেন্টের। জানা গিয়েছে, এই ঘটনাটি ঘটেছে গত ২২ অক্টোবর, রবিবার। জেনারেল এসভিআর নামে রুশ ওই টেলিগ্রাম চ্যানেলটি দেশের একটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অপারেট করেন বলে খবর। চ্যানেলে তিনি পোস্ট করেন, 'ভ্লাদিমির পুতিনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রুশ গার্ডরা তাঁর বেডরুম থেকে জিনিসপত্র পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনকে পেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে যান গার্ডরা। ভিতরে ঢুকে দেখেন পুতিন মাটিতে পড়ে রয়েছে। তিনি অচৈতন্য। ঘরের একটি টেবিলও উলটে পড়ে রয়েছে। খাবার প্লেট এবং পানীয়র গ্লাসও মাটিতে ভেঙে পড়ে রয়েছে। প্রেসিডেন্টের চোখ কপালে।'

৭১ বছরের ভ্লাদিমির পুতিনের জন্য বিশেষ মেডিক্যাল টিম তৈরি করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তাঁর বাসভবনেই চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে রুশ টেলিগ্রাম চ্যানেল সূত্রে খবর। আপাতত তাঁকে আইসিইউ পরিকাঠামোর মধ্যেই রাখা হয়েছে। ভ্লাদিমির পুতিনের স্বাস্থ্য নিয়ে নানা জল্পনা রয়েছে পশ্চিমি দুনিয়ায়।

বিবিধ

নজির আইমার

প্রথম পাতার পর

আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলেই একাধিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। তবু এত কিছুর পরেও বাঙালি হিন্দুদের প্রতি আশাবাদী আইমা সুপ্রিমো। তিনি মনে করেন বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টাই সাম্প্রদায়িক শক্তিকে রুখে দেবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন তৈরি করে সমগ্র ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে এই বাংলা। সমস্ত বাঙালিদের শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান আরও বলেছেন, ''বাঙালি জাতির ঐতিহ্য অমলিন। সেই ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার দায়ও বাঙালির। তাই বাঙালির উজ্জ্বল ঐতিহ্যের পাশাপাশি তার গর্বের অস্তিত্বকেও তুলে ধরতে হবে সর্বসমক্ষে। বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সম্প্রীতির কাঁধে ভর করেই।'' শারদোৎসব শেষে আইমার পক্ষ থেকে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানানো হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষকে। একইসঙ্গে আইমার বিভিন্ন স্তরের হিন্দু নেতৃত্বকে মিষ্টি এবং উপহার দিয়ে সম্মাননা জানান আইমার সৈনিকরা।

অশনি সংকেত

প্রথম পাতার পর

তাই গাজা, রামাল্লা বা ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের আদি ইহুদিদের মতো বিশ্বনেতাদের প্রতি তিনিও আহ্বান জানিয়েছেন, জেরুজালেমকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক তাঁরা। ইহুদি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষ যেখানে আরব ভূখণ্ডকে নিজেদের বাসভূমি বলে মেনে নিয়েছেন, আরবের রাজতন্ত্র, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, সেখানে অন্যদের এত মাথাব্যথা কেন? প্রশ্ন তুলেছেন আইমা সুপ্রিমো। এদিকে কেন্দ্রের মোদী সরকার যেভাবে সন্ত্রাসবাদী ইজরায়েলের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। তাঁর মতে, মনুবাদী আরএসএস এবং বিজেপি ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আগেই অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করেছে। এবার ইজরায়েলকে সমর্থনের মধ্যে দিয়ে তাদের যোলো কলা পূর্ণ হল। এর ফলে ভারতের বেশিরভাগ হিন্দু ফিলিস্তিন বিরোধিতার নামে উগ্র মুসলিম-বিরোধী হয়ে গেল। যেভাবে

মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্য হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা সীমান্ত শহর হাড়োয়া মল্লিকপুরে (২০১২) সালে গড়ে ওঠে হাশিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি। সমাজের পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে নতুন সূর্য উদিত হওয়ার আশায় আলোকিত সমাজ গড়তে শিক্ষাবিদ আকবর আলি সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় গড়ে ওঠে আজকের এই প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষ তথা বাংলার মানচিত্রে নিজস্ব কর্মগুণে হাসিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি এখন একটি পরিচিত নাম।

ইসলামী ভাবাদর্শের মধ্যে রেখে আপনার সন্তানকে আধুনিক ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার অঙ্গীকারেবদ্ধ হাসিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানোর সাথে ইসলামী আদব কায়দার সঙ্গে সুন্দর সচ্চরিত্রের সফল মানুষ সবার শিক্ষাব্রতী করা হয় ছাত্রদের। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সিলেবাস অনুযায়ী একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগ পরিচালিত হয়।

এছাড়াও আমাদের প্রতিষ্ঠানটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হাফেজি বিভাগ। যে সমস্ত ছাত্রদের বয়স ১০ বছরের ঊর্ধ্বে তাদের হাফেজি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী ভর্তি করিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ করানো হয়। এই হাফেজি ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যতে ডাক্তার, অধ্যাপক, আইনবিদ, প্রশাসক-সহ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ ও দশের সেবায় নিবেদিত প্রাণ হতে পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্যের কারণেই আমাদের এই কোর্সের অবতারণা।

সমৃদ্ধ একটি জাতির প্রথম শর্ত সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী। আলোকিত মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগ। আধুনিক বিশ্বের সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি জাদু কাঠির মতো বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞানে ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। এই প্রেক্ষাপটে হাসিমিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমির স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকবকরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অনলাইন ও সফটওয়্যার-সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অভিন্ন নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসার ব্যাপারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

দ্বীনি শিক্ষা-সহ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের শিক্ষা সংসদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পঠন-পাঠন দেওয়া, যোগ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা-সহ যোগ্য আরবি শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা শুদ্ধ উচ্চারণে পবিত্র কোরান শরিফ পাঠ ও ইসলামের মৌলিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রদের বিবেকবান নাগরিক করে গড়ে তোলার অঙ্গীকারবদ্ধ আমরা।

রওশন জামির নূরী (সভাপতি)

আকবর আলি (সম্পাদক)

মুফাস্বির হোসেন (সুপারইন্টেনডেন্ট)

রাস্তা পরিষ্কারের কাজে হাত লাগালেন গুরচাকলি আইমা ইউনিটের সৈনিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বহুমুখী পরিচয়ের আধার হল পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান পরিচালিত অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠন যেমন রাজনৈতিকভাবে মানুষকে সচেতন করে চলেছে নিয়মিত, ঠিক তেমনই সমাজসেবার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। সমাজসেবা মানে যে শুধুমাত্র অসহায় মানুষের হাতে দু-একটা বস্ত্র তুলে দেওয়া বা শীতকালে কম্বল বিতরণ নয়, তার বাইরেও একটা বৃহত্তর জায়গা রয়েছে মানুষের জন্য কাজ করার, সেটাই বার বার বুঝিয়ে দেয় আইমা।

এবার যেমন মানুষের সুবিধার কথা ভেবে এলাকার রাস্তাঘাট

পরিষ্কারের কাজে হাত লাগালেন গুরচাকলি আইমা ইউনিটের সৈনিকরা। যে কাজ করার কথা পঞ্চায়েত বা পুরসভাগুলোর, সেসব কাজ করছেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। তাঁদের এমন উদ্যোগ এলাকায় যথেষ্ট সাড়া ফেলে দিয়েছে।

সুন্নতের গুরুত্ব অপরিহার্যতা আলোচনায় সৈয়দ রুহুল আমিন

প্রথম পাতার পর

অতএব ইমানের হিফাজত, ইসলামী শরিয়ত রক্ষা, সর্বোপরি নিজের অস্তিত্বের সংরক্ষণ একমাত্র সুন্নতের অনুসারী হওয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সুন্নত ধ্বংস করার সমস্ত রকম অপশাসন রোধ করে সমাজের সর্বস্তরে একে প্রতিষ্ঠা করা জ্ঞানবান মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তিনি সাহারা একরাম (রাঃ)-র জীবন চরিত তুলে ধরে সুন্নতের প্রতি তাদের আক্রমিত ভালোবাসার উদাহরণ পেশ করেন। যাতে করে সবাই সুন্নত পালনে প্রভাবিত হয়, তার প্রেরণা দেন। ছোটো থেকে ছোটো একটা সুন্নতকেও অবহেলা করা উচিত নয়। প্রতিটি সুন্নত হচ্ছে একটা নূর। তিনি বলেন, যারা নামাজের সুন্নত ছেড়ে দেয়, হয়তো তারা একদিন ফরজ নামাজ ছেড়ে বসবে। সুন্নত নামাজগুলোই ফরজ নামাজ রক্ষার মজবুত গণ্ডি। তাই একে কারণে-অকারণে ছাড়া উচিত নয়। তিনি বলেন, অনেকেই এখন দেখছি টুপি ছাড়াই খালি মাথায় নামাজ আদায় করছে। এতে হয়তো নামাজ আদায় হয়ে যাবে, কিন্তু একটা তাকোয়া ও পরহেজ গরিব খেলাফ। টুপি পরিধান করা তাক্কোয়াওয়ালা পোশাকের অন্যতম নমুনা। সর্বোপরি এটি মস্ত বড় সুন্নত। বাম হাতে পানি পান করা, দাঁড়িয়ে পানি পান করার ব্যাপারে তিনি ঘোর আপত্তি তুলে সবাইকে সুন্নতের খেলাপ পানি পান করা থেকে বিরত থাকার সবিনয় আবেদন জানান।

তিনি বলেন, আমি এলাকার রাজভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। সেখানে চা পান করার আয়োজন ছিল, কিন্তু বসার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমি চা পানে অসম্মতি জানালাম। এবং স্পষ্ট করে ছিলাম বসার ব্যবস্থা না থাকায় চা পান করলাম না। আসলে সুন্নত হচ্ছে সমাজকে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে তোলার মূল মানদণ্ড। পশ্চিমী সভ্যতা আজ সমাজ জীবন অবক্ষয়ের প্রধান কারণ। এর মোকাবিলায় সুন্নত প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিবৃত্তিক দাবি। দ্বিতীয় হিজরি শতকে খারেজী ও মুতাজিলা সম্প্রদায় সুন্নত ধ্বংসের ফিতনা শুরু করেছিল। তৎকালীন স্বলেহীনদের তৎপরতা তা অপমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেও তার প্রভাব এখনও বাকি আছে। তার থেকে বাঁচা দরকার।

তিনি হাদিসে রসূললুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদিস থেকে একটি হাদিস বলেন, কুল্লু উম্মাতিন ইয়াদ খুলুনাল জান্নাতি ইল্লা আতনি দাখলাল জান অমান অসনি ফাকাদ আবা। রহুস (সাঃ) বলেন, আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে যাবে, তারা ছাড়া যারা অস্বীকার করে সাহাবা একরাম প্রশ্ন করলেন, কারা জান্নাত যাওয়ার অধিকার করে? প্রতি উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, যারা আমার এতায়াত করে তারা জান্নাত যাবে। যারা এতায়াত করে না তারা আবীকার কারী। অতএব মনে রাখা দরকার সুন্নতের অনুসরণ জান্নাতে যাওয়ার প্রশস্ত রাস্তাকে সুগম করে। সুন্নতের খেলাফ চাল-চলন জান্নাতে যাওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুসলিম উম্মাহকে এ ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধানতার পথ অবলম্বন করা দরকার। সুন্নতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, অস্বীকার করা ইসলামের অবয়বকে বিকৃত করা। এবাদতের মধ্যে সুন্নত আদায় করা হচ্ছে। ইবাদতের সৌন্দর্য, আচার আচরণে চাল-চলনে সুন্নতের অনুদান হচ্ছে ইসলামের সৌন্দর্য। তার দ্বারা বিজাতিরাও আকৃষ্ট হয়। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত এই উম্মতের বিশ্লেষণ উলামায়ে একরাম ঐক্যবদ্ধ মত পোষণ করে যে, মুসলিম থেকে মুক্ত হতে পারে না।

হাদিস গবেষকগণ অনেক ক্ষেত্রেই সুন্নতের অর্থ করেছেন শরীয়ত বলে। মানব জীবনের বিশাল বিস্তীর্ণ অঙ্গনে নিষ্ঠার সঙ্গে সুন্নতের অনসরণ করার জন্য যত্নবান হতে হবে। সুন্নত হচ্ছে এমনই এক মৌলিক আদর্শ যা আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অনুমোদনকৃত। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেন ইন আত্তাবিয়ু ইল্লা মা ইয়ুহা ইলাইয়্যা। আমি কারও কোনও আদর্শই অনুসরণ করি না। আমি তাই অনুসরণ করি যা আমার কাছে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। সুন্নতের অনুসরণ করা মানেইউ শরীয়তের অনুসরণ। মুসলিম সমাজে রসুল (সাঃ)-কে ভালোবাসা প্রদর্শন বিষয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে। তাকে ভালোবাসার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কী? নবি করিম (সাঃ) বলেছেন, মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানী অমান আহাব্বানী কানা মাইয়া ফিল জান্নাহ। যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালোবাসল সে প্রকৃত অর্থে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল সে জান্নাতে আমার সাথে অবস্থান করবে।

রসুল (সাঃ)-এর জীবনাদর্শই হচ্ছে শরীয়ত, আর সুন্নত হচ্ছে শরীয়তের মাপকাঠি। সুন্নতকে অনুসরণ করে চলাই হিদায়ত। সুন্নত প্রত্যাখ্যান করে হচ্ছে পথভ্রষ্টতা বা দালালাত। রসুল (সাঃ) বলেন লাভ তারাকতুম সুন্নাতা নবিইয়্যুকুম লা দ্বলালতুম তোমরা যদি তোমাদের নবির সুন্নতকে জীবনাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

কোরানের সঙ্গে সুন্নতের সংযুক্তি ও সমন্বয় অবলম্বন করে চলা হচ্ছে হিদায়তের পথে চলা। মুস্তাদারকে হাকাম হাদিসগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে হজরত আবু হোয়ায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদিস এখানে উল্লেখযোগ্য। রসুল (সাঃ) বলেন, ইন্নি তারকতু ফীকুম শাইয়ি আইনি লান তাদিল্লু বাদি হিমা আবাদান কিতাবুল্লাহ আসুন্নাতি অলাই ইয়াফ তারিক্ক হাত্তা হিয়াদিয়া আলাল হাউজি. অর্থাৎ আমি তোমাদের মধ্যে দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি একটি হল আল্লাহর কিতাব আর একটি হল আমার সুন্নত এবং কিয়ামতের কিয়ামতের দিনহাউজে কাওসারের উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত এ দুটো জিনিস কখনও একটির সাথে আরেকটি বিচ্ছিন্ন হবে না।

সবশেষে তিনি বলেন, (ভাইজান) সাহারা একরাম (রাঃ) রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতিটি আদর্শ পুঙ্খানুপুঙ্খ ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করছি। আমাদের একান্ত কর্তব্য সুন্নতের অনুসরণ করা। খাওয়া, পান করা, ছাড়া মানুষ জীবন ধারণ করতে পারে না। এগুলোর আদর্শ নবি (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ থেকে গ্রহণ করা দরকার। এভাবেই সুন্নত যেমন নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত হবে এবং আগামী প্রজন্মের জন্য ক্রমশ সংরক্ষিত হতে থাকবে।

দুর্গাপুজোয় দুস্থ মহিলাদের শাড়ি উপহার বেলডাঙা আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যে সমার্থক, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অন্যতম পুরোধা আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান, সেটাও সকলের জানা। ফলে আইমাকে মুসলিমদের সংগঠন বলে যারা কুৎসা রটনা করে, তাদের জন্য মোক্ষম জবাব হল আইমার নানামুখী কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আইমার সৈনিকরা যেভাবে মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান তার কোনও তুলনা চলে না। এবার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তেমনই এক অনন্য নজির তৈরি করলেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বেলডাঙা ইউনিটের সৈনিকরা। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত আইমার এই ইউনিটটি দীর্ঘদিন ধরেই সমাজসেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রাণপাত করেন ইউনিটের প্রতিটি সদস্য। ফলে এবারও তাঁরা আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশ মেনে ঠিক পুজোর মুখে হাসি ফোটালেন হিন্দু সম্প্রদায়ের মায়েদের মুখে।

রাজ্যজুড়ে দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে সদ্য। কিন্তু পুজোর আগে অসহায় এবং দুস্থ মায়েদের হাতে শাড়ি তুলে দিয়ে তাঁদেরকে উৎসবের আনন্দে সামিল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সৈনিকরা। এইভাবেই বছরের পর বছর ধরে সম্প্রীতির মিলন-সেতু গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। সারা ভারতজুড়ে যখন সম্প্রীতি ভেঙে পড়ছে। কয়েকটি তথাকথিত রাজনৈতিক দল ধর্মকে হাতিয়ার করে ভোটের লড়াই জিইয়ে রেখেছে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ঠিক সেই সময়ে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পীঠস্থান এই বাংলায় দুর্গাপুজো উপলক্ষে দুস্থ হিন্দু মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করে সম্প্রীতির পালে কিছুটা হলেও হাওয়া দিল মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা আইমা ইউনিট। এই ইউনিটের সম্পাদক হাজিকুল আলমের নেতৃত্বে আইমার সৈনিকরা দুস্থ মহিলাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আইমার উপহার তুলে দেন তাঁদের হাতে। তাঁদের এই প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসাধন্য হয়েছে সমগ্র বেলডাঙা অঞ্চলজুড়ে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় অঞ্চলের মানুষজন। এমনকী আইমার পক্ষ থেকে উপহার পেয়ে খুশি ওই অসহায় মায়েরাও। তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন বেলডাঙা আইমা ইউনিটের সৈনিকদের। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের প্রতিও।

এলাকার মানুষদের শারদোৎসবের উপহার দিলেন কোলাঘাট আইমার সৈনিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের পরামর্শমতো এবার কোলাঘাট ব্লকের গোপালনগর গ্রামের চক্রবর্তী পাড়ায় কয়েকটি দুস্থ-গরিব পরিবারের হাতে দুর্গা পুজোর উপহার তুলে দিলেন আইমার সৈনিকরা।

অনেক সময় শারদোৎসবের আনন্দ সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায় না। ফলে দুর্গাপূজার খুশি উপভোগ করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত হন কেউ কেউ। আমাদের চারপাশে এমন মানুষের সংখ্যা নগণ্য হলেও একেবারে শূন্য নয়। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন যেহেতু সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির মানুষের জন্য কাজ করে, তাই এইসব দুস্থ-অসহায় মানুষগুলোকে খুঁজে বের করে তাঁদের মুখে হাসি ফোটানোকে নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করেন সংগঠনের সৈনিকরা। তাই কোলাঘাটের গোপালনগর গ্রামের চক্রবর্তী পাড়ায় দুস্থ মানুষদের হাতে শারদোৎসবের উপহার স্বরূপ পোশাক তুলে দিতে পেরে তাঁরা নিজেদেরকেই ধন্য মনে করেন। আইমা যে সবসময় মানুষের পাশে আছে, শারদীয়া দুর্গোৎসবের আগে অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়ে আবার একবার সেই প্রমাণ দিলেন কোলাঘাট ব্লক আইমার সৈনিকরা। সেইসঙ্গে আরও একবার উঁচুতে তুলে ধরলেন আইমার নামকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এমনই একটা সংগঠন, যারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদাভেদ করে না। বরং সংগঠন প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ওপর কাজ করে যাচ্ছে। আইমার কর্মকাণ্ড আজ তাই বাংলা ছাড়িয়ে বাংলার বাইরেও প্রসার লাভ করেছে। এভাবেই অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছে। যার সিংহভাগ কৃতিত্ব বর্তায় সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের ওপর। কেননা তাঁর দক্ষ পরিচালনায় আইমা আজ খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছে।

আইমা সুপ্রিম সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশে নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের এক প্রতিনিধিদল শারদীয়ার শুভেচ্ছা জানিয়ে উপহার ও মিষ্টির প্যাকেট তুলে দিলেন প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের হাতে।

দুর্গাপুজো উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি কলকাতা আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার কলকাতা জেলা আইমার উদ্যোগে দুর্গাপুজো উপলক্ষে একটি বিশেষ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছিল উত্তর পঞ্চান্নগ্রামের গুলশান কলোনিতে। অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের পরামর্শে এবং কলকাতার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ড আইমার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নুরানির নেতৃত্বে পথচলতি মানুষকে পানীয়জল বিতরণ করা হয় এই ক্যাম্প থেকে। এছাড়া বিনামূল্যে একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। রোগী দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. আতাউর রহমান। উল্লেখ্য, শারদোৎসবের প্রাক-মুহূর্তে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা জেলা কমিটির এই ক্যাম্পটি হিন্দু-মুসলিম মিলনের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের অসংখ্য মানুষ ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়ার জন্য উপস্থিত হন। মূলত শারদীয়া দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করেই কলকাতা জেলা আইমা এমন একটি অভিনব কর্মসূচি পালন করল। এই ইউনিটের সম্পাদক সৈয়দ নুরানি ছাড়াও এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইমা নেতৃত্ব এবং কর্মীরা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, শেখ মিনহাজ, ফারুক আজম, সৈয়দ মনজুরুল হক, মহম্মদ ইমরান, মহম্মদ সীতারে, সাহাবুদ্দিন বৈষ্ণবী, মহ. মুরশিদ আলম, মহম্মদ খুশ নুর, মহম্মদ নবি আলম, মহম্মদ আফসার হোসেন, মহম্মদ মুখতার, মহ. ইমতিয়াজ মল্লিক, নাজির মল্লিক, মহম্মদ সফিক, মহম্মদ শামিম প্রমুখ। কলকাতা আইমার এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসা লাভ করেছে স্থানীয় মানুষের কাছে।

অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয়, রাজ্য এবং জেলাস্তরে প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় থেকে অসংখ্য নেতৃত্ব রয়েছেন। তাঁদেরকে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানালেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান। সেইসঙ্গে তাঁদের হাতে বিজয়ার উপহার তুলে দিলেন আইমার সৈনিকরা।

অসহায় মানুষদের শারদীয়ার উপহার বাড়উত্তর হিংলী আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হলদিয়া ব্লকের বাড়উত্তর হিংলী অঞ্চল আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষে উপহার তুলে দেওয়া হল অসহায়-দুস্থ মানুষের হাতে। উৎসবের আনন্দে সবাইকে শামিল করার জন্য দুর্গাপূজার আগেই অসহায় মানুষদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দেয় অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের বহু ইউনিট। সেই পথ ধরেই বাড়উত্তর হিংলী অঞ্চল আইমা ইউনিটের সৈনিকরাও নতুন পোশাক দিয়ে অসহায়-দুস্থ মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটালেন। তাঁদের এই প্রয়াস হলদিয়া অঞ্চলজুড়ে বিশেষ সাড়া ফেলে দিয়েছে। এই আয়োজনে দলে দলে অসহায় মানুষ এসে অংশগ্রহণ করেন। আইমা নেতৃত্ব হাসিমুখে তাঁদের সবার হাতে নতুন পোশাক তুলে দেন।

পুজোয় দর্শনার্থীদের জল ও চায়ের ব্যবস্থা মহিষাদল ব্লক আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্গত মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে পুজো দেখতে আসা সমস্ত দর্শণার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হল। পাশাপাশি শারদীয়া দুর্গাপুজো উপলক্ষে মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের উদ্যোগে আগত দর্শণার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পানীয়জল ও চা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই মহতী কর্মযজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের সভাপতি শ্রীমন্ত দাস, ওই ব্লকের সম্পাদক শেখ আবদুল মজিদ (ঝিনুক)-সহ ব্লকের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দুর্গাপুজোয় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পোশাক দিল বালেশ্বর আইমা ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুর্গাপুজো উপলক্ষে কেবল বাংলাতেই নয়, এবার বাংলার বাইরের রাজ্যেও অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করল অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার এক বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন সেখানকার বালেশ্বর আইমা ইউনিটের সদস্যরা। দুর্গোৎসবের বাঙালি হিন্দুদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। বেশ কয়েকদিন ধরে চলা এই উৎসবে হিন্দুদের সঙ্গে সামিল হন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরাও। সম্প্রীতির আবহে গড়ে ওঠে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন। পুজোয় নতুন জামা-জুতো কেনা, ঘুরে বেড়ানো, আত্মীয়-প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা করার চল বহু পুরনো। কিন্তু বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের কাছে আর পাঁচটা দিনের মতো দুর্গাপূজার দিনগুলোর তেমন কোনও পার্থক্য নেই। কারণ, আত্মীয়-পরিজন বর্জিত হয়ে তাঁরা পড়ে থাকেন বদ্ধ ঘরের মধ্যে। এবার তাঁদের কথা ভেবেই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল বালেশ্বর আইমা ইউনিট। তাঁরা যেন শারদীয়ার আনন্দকে আর সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করলেন এই ইউনিটের সদস্যরা। বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিয়ে দুর্গোৎসবের আনন্দে সামিল করলেন তাঁদের। ওড়িশার বালেশ্বর আইমা ইউনিটের এই অবিনব উদ্যোগ বিপুল প্রশংসা পেয়েছে স্থানীয় অঞ্চলে। এমনকী আইমার কাছ থেকে দুর্গাপুজোর উপহার পেয়ে ভীষণ খুশি ওই বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা। তাঁদের চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ছাপ ছিল স্পষ্ট। তাছাড়া দুর্গোৎসবের আনন্দে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের সামিল করতে পেরে বালেশ্বর আইমা ইউনিটের সদস্যরাও যার পর নাই আনন্দিত। এমন একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরে তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে। কারণ, তাঁর নির্দেশ মতোই এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা।

নন্দকুমার ব্লক যুব আইমার সদস্যদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আইমা সুপ্রিমো

নিজস্ব প্রতিনিধি: একতাই শক্তিশালী করে মানুষকে। আবার একতাই কোনও সংগঠনের ভিত্তিকে মজবুত করে। সেই একতাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে একটি জরুরি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নেতৃত্বে। গত ২৩ অক্টোবর সোমবার নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের যুব সদস্যদের নিয়ে এই আলোচনাসভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান উপস্থিত যুব সদস্যদের বিশেষ পরামর্শ দেন এদিন। আগামীদিনে আইমার যুব সদস্যদের লক্ষ্য কী হবে এবং বর্তমান সময়ে কীভাবে একতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে সম্পর্কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন নন্দকুমার ব্লকের যুব সৈনিকদের। এছাড়াও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থাকার জন্যও তাঁদের আহ্বান জানান ভাইজান।

আইমার প্রাক্তন জেলা নেতৃত্ব তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের একনিষ্ঠ কর্মী শেখ মইদুল ইসলামের নেতৃত্বে ফতেপুর জুম্মা মসজিদে দুটি সিলিং ফ্যান প্রদান করা হল সম্প্রতি।

ALL INDIA MINORITY ASSOCIATION
Head Office : Pratappur Darbar Sarif, Pratappur, Panskura, Purba Medinipur West Bengal, India, 721152
PURBA MEDINIPUR DISTRICT COMMITTEE
Mob. 9933998922// 9933897552// 9732792808// 9434017585// 8101858884// 9434690377

Memo. No. AIMA/16/2023 Date: 16-09-2023

To
SK ABDUL SELIM
S/o - SK JALIL
Vill + PO- Debhog, PS- Bhabanipur, Dist. - Purba Medinipur.

ENGAGEMENT as 'SPOKES PERSON' for Purba Medinipur District.

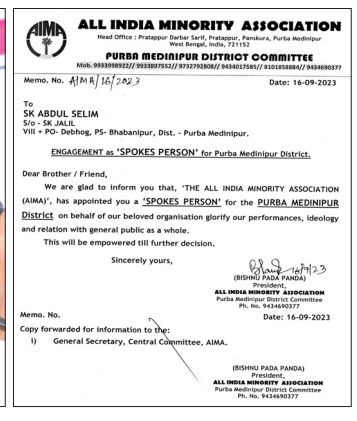

Dear Brother / Friend,
We are glad to inform you that, 'THE ALL INDIA MINORITY ASSOCIATION (AIMA)', has appointed you a 'SPOKES PERSON' for the PURBA MEDINIPUR District on behalf of our beloved organisation glorify our performances, ideology and relation with general public as a whole.
This will be empowered till further decision.

Sincerely yours,
(BISHNU PADA PANDA)
President,
ALL INDIA MINORITY ASSOCIATION
Purba Medinipur District Committee
Ph. No. 9434690377

Memo. No. Date: 16-09-2023
Copy forwarded for information to the:
i) General Secretary, Central Committee, AIMA.

(BISHNU PADA PANDA)
President,
ALL INDIA MINORITY ASSOCIATION
Purba Medinipur District Committee
Ph. No. 9434690377

ভাঙড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা আইমার সদর দফতরে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন একটি রাজনীতি সচেতন সংগঠন। মানুষকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করার ক্ষেত্রে আইমার গুরুত্ব অপরিসীম। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোটে লড়ে বেশ কয়েকটি আসনও দখল করেছেন আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংগঠনের দায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেড়ে গিয়েছে। আর তাই রাজনীতিকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত বৈঠক করতে হয় আইমা নেতৃত্বকে। আলোচনা করতে হয় সংগঠনের পরিকাঠামোগত বিষয় নিয়ে। এবার ভাঙড় অঞ্চলের রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে তেমনই একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সদর দফতর প্রতাপপুর দরবার শরিফে। আইমা সুপ্রিমো পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজান হাজির ছিলেন এদিনের বৈঠকে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ভাঙর অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা ভাঙরের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন ভাইজানের সামনে। এদিনের বৈঠক বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

দ্য ভয়েস অব
ওয়াদি
শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা
১১ রবিউস সানি ১৪৪৫ হিজরি ○ ২৭ অক্টোবর ২০২৩ ○ ৯ কার্তিক ১৪৩০ ○ শুক্রবার

কমল নাথের দম্ভ

সবে মাত্র কয়েকটা বৈঠক হয়েছে 'ইন্ডিয়া' জোটের। একটা ইতিবাচক দিক দেখা যাচ্ছে। ইতিবাচক এই কারণেই যে, দেশের একাধিক বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দল নিজেদের মধ্যে বৈরিতা ভুলে কাছাকাছি এসেছে। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর দৃঢ় মানসিকতা তৈরি হয়েছে জোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে। ফলে এই জোটের প্রতি ভরসা করতে শুরু করেছেন দেশের ভোটারদের একটা বড় অংশ। কিন্তু লোকসভা ভোটের মাত্র কয়েক মাস আগে যেভাবে সমাজবাদী পার্টি এবং কংগ্রেসের মধ্যে খেয়োখেয়ি শুরু হয়েছে, তাতে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তার কারণ রয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত মধ্যপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। সে রাজ্যের বুন্দেলখণ্ড এবং চম্বল-গোয়ালিয়র এলাকায় সমাজবাদী পার্টির বেশ কিছুটা প্রভাব রয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সেখানকার ৪টি আসন-সহ ২৩০ আসনের বিধানসভায় মোট ৬টি আসন কংগ্রেসের কাছে দাবি করেছিল অখিলেশ যাদবের দল। কিন্তু 'ছোটো দল' সমাজবাদী পার্টিকে পাত্তাই দেননি মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস দলের মুখ্যমন্ত্রী মুখ কমল নাথ। উল্টে অখিলেশের নামকে বিকৃত করে নিজের নিম্নরুচিকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তিনি। অথচ এত কিছু ঘটে যাবার পরেও এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেননি কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে বা রাহুল-সোনিয়া কেউই। তাহলে কি ধরে নেওয়া যায়, কমল নাথের অখিলেশকে অপমান করার বিষয়ে সায় আছে কংগ্রেস হাইকমান্ডের? কংগ্রেস দলের এমন দ্বিচারিতার জন্যই না একে একে সবাই 'ইন্ডিয়া' জোটের পাশ থেকে সরে যায়।

বিরোধী জোটের মধ্যে নিঃসন্দেহে কংগ্রেস সবথেকে বড় দল। তাদেরকে বাদ দিয়ে বিজেপিকে হারানো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসও একার ক্ষমতায় বিজেপিকে হারিয়ে দেবে— একথা তাদের অতি বড় সমর্থকও মনে করেন না। ফলে কমল নাথের মতো নেতারা 'ইন্ডিয়া' জোটের বড় শরিক হবার সুবাদে যে ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছেন, তাতে আখেরে ক্ষতি কিন্তু কংগ্রেসেরই হবে। অখিলেশের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে লোকসভার আসন রয়েছে ৮০টি। সেখানে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী দল সমাজবাদী পার্টি। 'ইন্ডিয়া' জোটের শর্ত না মেনে অখিলেশ যদি সব আসনেই প্রার্থী দিয়ে দেন তবে ভোট কাটাকাটির খেলায় শেষ হাসি হাসবে বিজেপি। যার সম্পূর্ণ দায় বর্তাবে কংগ্রেসের ওপরেই। তাই কমল নাথের মতো নেতাদের অহংকারের রাশ এখনই টেনে না ধরতে পারলে 'ইন্ডিয়া' জোট ভেঙে যাবার খেসারত দিতে হবে কংগ্রেসের ওপর মহলের নেতৃত্বকেই।

২০১৮ সালে ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেও দলের ভাঙন কেন রুখতে পারলেন না কমল নাথ? জনমত বিজেপির বিরুদ্ধে যাওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তারা কংগ্রেসের বিধায়ক ভাঙিয়ে সরকার গড়ে ফেলল? এইসব প্রশ্ন কিন্তু উঠবেই। সেইসঙ্গে বিজেপির সঙ্গে কমল নাথের 'গোপন আঁতাতের' বিষয় নিয়েও চর্চা হবে। ফলে যে তির তিনি ছুড়েছেন, তা তো ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। কিন্তু এখনও সময় আছে, অখিলেশের সঙ্গে কথা বলে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে পারে কংগ্রেস হাইকমান্ড। আর সেটা না হলে 'ইন্ডিয়া' জোটের পতনের সব দায় কংগ্রেসকেই নিতে হবে।

২৩০টির মধ্যে মধ্যে মাত্র ৬টি আসনের দাবি খুব বড় কিছু নয়। তাছাড়া নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েই এই ৬টি আসন দাবি করেছিল সমাজবাদী পার্টি। কিন্তু 'বিজেপিকে হারাতে কোনও ছোটো দলের সমর্থন প্রয়োজন হবে না'— এমন 'কমল নাথীয়' দাম্ভিকতা কংগ্রেসকে ভেতর থেকে আরও দুর্বল করে ফেলছে। ফলে 'ইন্ডিয়া' জোট নিয়ে কংগ্রেসের মনোভাব স্পষ্ট করার যে দাবি তুলেছেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো তাতে যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে। অতএব এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি। নিজেদের ঝগড়াকে রাস্তায় নামিয়ে এনে বিজেপির সুবিধা করে দেবার পাঁচালি বন্ধ হোক।

● ● ● ● ● ●

শাবান মাসের আমল

আরবি অষ্টম মাস শাবান। এই মাসের পূর্ণ নাম হল 'আশ শাবানুল মুআজজাম' তথা 'মহান শাবান মাস।' সে কারণেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মাসজুড়ে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগি ও রোজা পালন করতেন। রসুলুল্লাহ সা. রজব ও শাবান মাসব্যাপী এই দোয়া বেশি বেশি পড়তেন, 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান, ওয়া বাল্লিগ না রমাদান।' অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! রজব মাস ও শাবান মাস আমাদের জন্য বরকতময় করুন, রমজান আমাদের নসিব করুন।'

শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত ১৫ তারিখের রাতকে 'শবে বরাত' বলা হয়। শবে বরাত কথাটি ফারসি। শব মানে রাত, বরাত মানে মুক্তি। শবে বরাত অর্থ মুক্তির রাত। শবে বরাতের আরবি হল 'লাইলাতুল বারাআত' তথা মুক্তির রজনী। হাদিস শরিফে যাকে 'নিসফ শাবান' বা শাবান মাসের মধ্য দিবসের রজনী বলা হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশ, পারস্য সহ পৃথিবীর অনেক দেশের ফারসি, উর্দু, বাংলা, হিন্দি সহ নানা ভাষাভাষী মানুষের কাছে এটি শবে বরাত নামেই সমধিক পরিচিত। এই রাতে ইবাদত করা ও দিনে রোজা রাখা সুন্নত। প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা সুন্নাত। প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে আইয়ামে বিদের নফল রোজাও রয়েছে। মাসের ১, ১০, ২০, ২৯ ও ৩০ তারিখে রয়েছে নফল রোজা। এ ছাড়া কোনও সময় ও দিন-তারিখ নির্ধারণ ছাড়া যত বেশি সম্ভব নফল ইবাদত করা যায়, তা করা উচিত। রসুলুল্লাহ সা. প্রায় সব রজব মাসে ১০টি নফল রোজা রাখতেন এবং শাবান মাসে ২০টি নফল রোজা রাখতেন। রমজানে পূর্ণ মাস ফরজ রোজা। নবিজি সা. রমজান ছাড়া বছরের সবচেয়ে বেশি শাবান মাসেই নফল নামাজ, নফল রোজা ও নফল ইবাদত-বন্দেগি করতেন।

জীবন বদলের বাণী

সর্বদা চঞ্চল জলপ্রপাত অনেক শব্দ করে, কিন্তু সমুদ্র গভীর এবং শান্ত।

—গৌতম বুদ্ধ

যত্ন করে কাঁদানোর জন্য খুব আপন মানুষগুলোই যথেষ্ট!

—হুমায়ূন আহমেদ

ফিলিস্তিন সমস্যার অন্তরালে ধর্মীয় বিশ্বাসের কাঁটা

বর্তমান সময়ে কোনও দেশকে, কোন জাতিকে পর্যদুস্ত করার জন্য সংবাদ ও তথ্যপ্রবাহ কার্যকর ভূমিকা রাখে। মিথ্যা সংবাদ ও বিকৃত তথ্যের মাধ্যমে আগ্রাসন ও আঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। জনমানসকে প্রভাবিত করার একটা উর্বর মাধ্যম হল সংবাদ মাধ্যম। এর দ্বারা যেমন মানবসমাজে নবজাগরণ সৃষ্টি করা যায় তেমনই বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা জনমানসকে ধ্বংসাত্মক পথে বাধিত করা যায়।

কলম সেনা

ইহুদী অভিলাষ

ইহুদীরা বহুদিন যাবৎ অপেক্ষা করছে তাদের স্বপ্নের মসীহকে পাওয়ার আশায়। যে মসীহ তাদেরকে সমগ্র পৃথিবীর শাসন ক্ষমতার অধিকারী বানাবে। সমগ্র পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তারা হস্তগত করবে মসীহর মাধ্যমে। মসীহ অর্থ রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা, উদ্ধারকর্তা। আর এই স্বপ্নকে ঘিরেই পৃথিবীজুড়েই তাদের সমস্ত তৎপরতা। জায়োনিষ্ট গোষ্ঠীর বদ মাথার পাণ্ডাগুলোই বর্তমান পৃথিবীর ক্ষমতাধর শক্তি। তারা মনে করে এই পৃথিবী শাসন করার মূল কেন্দ্র হবে জেরুজালেম। এই ভূখণ্ড হবে পৃথিবীব্যাপী শাসন চালানোর প্রধান প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু এই জেরুজালেম ফিলিস্তিনবাসীর মালিকানাধীন। তারাই এই ভূখণ্ডের আদি এবং প্রধান বাসিন্দা। তারা ইসলাম ধর্মালম্বী মুসলমান। মুসলমানরাই এই জেরুজালেমের প্রকৃত মালিক। ধর্মীয় দিক থেকে মুসলমানদের নিকট ফিলিস্তিন-সহ বায়তুল মোকাদ্দাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমি। মুসলমানদের নিকট ফিলিস্তিন কল্যাণ ও বরকতের জন্য উর্বরভূমি রূপে বিবেচিত। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে—লা তাজালু ত্ব ইফাতুম মিন উম্মতি জাহিয়ীনা আলাল হাক্কি, ত্বাহিরিনা লি আদুউ ইহিম বি আদুউইহিম ক্বহিরীন, হাত্তা ইয়া তিয়া আমরুল্লাহ। যার সাধারণ অর্থ আমার উম্মতের একদল লোক কিয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর বলবৎ থাকবে। এবং তারা শত্রুদের ব্যাপারে দৃঢ়চেতা ও দৃঢ়পদ থাকবে। সাহাবা একয়াম (রার) (রসূল (সাঃ) এর সঙ্গী)। রসূল (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন—ইয়া রসূলুল্লাহ। আয় নাহুম? ইয়া রসূলুল্লাহ তারা কারা? কোথায় বসবাস করবে? প্রতি উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন— অ-আন্নাহু বায়তুল মোকাদ্দাস। অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দাস এবং তার আসেপাশে বসবাসকারী লোকেরা। কোরানুল করীমে বায়তুল মোকাদ্দাসকে এবং ওই এলাকাকে বরকত হায় জায়গা বলে অভিহিত করেছে। কোরানের ভাষায় সুবহানল্লিজি আসর বি আবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম ইলাল মাসজিদি আকসাল্লাজি বারাকনা হাওলা। অর্থ সমস্ত প্রশংসা তাঁর, যিনি তাঁর বান্দাকে (রাসূল (সাঃ)-কে রাত্রিবেলা ভ্রমণ করিয়েছিলেন বায়তুল হারাম থেকে (কাবা থেকে) মসজিদে আকসায়। যে জায়গার পরিবেশকে তিনি মঙ্গলময় ও কল্যাণময় করেছেন। কোরান ও হাদিসের ভিত্তিতে মুসলমানদের নিকট এই জায়গা অত্যন্ত মর্যাদার ও পবিত্রতার দাবি রাখে। মুসলমানরাই এই জায়গায় সুদূর অতীত থেকেই ইতিহাসের নিরিখে স্পষ্ট ইহুদীরাই এখানে জবরদখলকারী রূপেই প্রবেশ করে, অবৈধ ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন করে।

একছত্র আধিপত্য

বর্তমানে এই মসজিদে আকসা বায়তুল মোকাদ্দাস ইজরায়েলের দখলে। তারা এখন এর দখলদার তথাকথিত মালিক। তাদের এই দখল করার পিছনে মুসলমানদের দুর্বলতা ছিল। প্রতিটি জিনিস হারানোর পিছনে দুর্বলতার ভূমিকা অবশ্যই থাকবে, এটাই নিয়ম। অবশ্য এই দখলদারী চূড়ান্ত নয়। চিরদিনের জন্য নয়। ইহুদী প্রতীক্ষা করছে সেই মসীহর যার নেতৃত্বে ইহুদী গোষ্ঠী পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ করবে। বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্টগুলো ব্যবহার করছে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ইহুদীদের হাতে বাঁধা। অর্থনীতি, ব্যাঙ্কিং সিস্টেম সবই ওদের নিয়ন্ত্রণাধীন। পলিটিক্যাল থিওরি যা এই মুহূর্তে পৃথিবীর শাসন ক্ষমতাকে ধরে রাখছে, তার কলকাঠির একছত্র আধিপত্য ইহুদী গোষ্ঠীর হাতে। ফাইনান্স, বাণিজ্য, ট্রেড, মিডিয়া— সবই বলতে গেলে ওরাই চালায়। এককথায় ইহুদীরাই অঘোষিতভাবে সমস্ত পৃথিবীময় তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমানসকে বিষাক্ত করে তোলার জন্য তারা মিডিয়া জগৎকে ব্যবহার করছে। এটা সহজ এই জন্য যে পৃথিবীর অধিকাংশ বৃহৎ সংবাদ সংস্থাগুলো ইহুদী মালিকানাধীন। যেমন প্রথম শ্রেণির সংবাদসংস্থা রয়যার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়াস রয়টার একজন ইহুদী। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী শতকরা ৮০ ভাগই ইহুদী।

মিডিয়া তৎপরতা

অ্যাসোসিয়েট প্রেস (AP)-এর ৯০ শতাংশ পুঁজিই ইহুদীদের। স্ক্রাইপসও হাওয়ার্ড নামের দু'জন মার্কিন ইহুদী ১৯০৭ সালে ইউনাইটেড প্রেস (UP) প্রতিষ্ঠা করে। ফ্রান্স নিউজ এজেন্সি (FNA) ও ইহুদী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটেন ভিত্তিক বিবিসি এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (ABC), ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম (NBS), কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক (CNN), কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কোম্পানী (CBC) এবং পাবলিক ব্রডকাস্টিং কোম্পানি (PBC) ও ইহুদী মালিকানাধীন ও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত। মোট কথা সংবাদ জগতের সিংহভাগ ইহুদী গোষ্ঠীদের দখলে।

বর্তমান সময়ে কোনও দেশকে, কোন জাতিকে পর্যদুস্ত করার জন্য সংবাদ ও তথ্যপ্রবাহ কার্যকর ভূমিকা রাখে। মিথ্যা সংবাদ ও বিকৃত তথ্যের মাধ্যমে আগ্রাসন ও আঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করা হয়। জনমানসকে প্রভাবিত করার একটা উর্বর মাধ্যম হল সংবাদ মাধ্যম। এর দ্বারা যেমন মানবসমাজে নবজাগরণ সৃষ্টি করা যায় তেমনই বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশনের দ্বারা জনমানসকে ধ্বংসাত্মক পথে বাধিত করা যায়। ইহুদী ও খ্রিস্টচক্র আজ সারা বিশ্বে অস্থিররতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তার মূল ভিত্তি তৈরি হয়েছে বিকৃত তথ্য সম্প্রচারের মাধ্যমে। তীব্র থেকে তীব্রতর করা হচ্ছে মিথ্যা প্রপাগাণ্ডাকে। সন্ত্রাসবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করে পৃথিবীর বহু জনগোষ্ঠীকে পৃথিবীবাসীর চোখে অপরাধী দেখানো একটা মোক্ষম চাল। সক্রিয়তা, স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতার আওয়াজ উত্তোলনকারীদের এই অপবাদে বিদ্ধ করা হচ্ছে। দুর্নাম রটনা করা হচ্ছে। নীতি হল to kill a dog give it a bad name কোনও কুত্তাকে হত্যা করার জন্য তার উপর একটা বদনাম আরোপ করা। মুসলিম বিশ্ব এই নীতির শিকার। দুর্ভাগ্য মুসলমানরা পৃথিবীর কয়েকটি দেশের ক্ষমতায় থাকার পরও মিডিয়া তৎপরতায় শূন্যস্থানে দাঁড়িয়ে। অতি দুঃখের সঙ্গে প্রকাশ করতে হয় মুসলিম সমাজ লেখক, সাংবাদিক, পত্র-পত্রিকায় কোনও মূল্যই দেয় না। অথচ চিরন্তন সত্য কথা—চেতনা বিপ্লব, মানসিক বিপ্লব সৃষ্টির মূল হাতিয়ার হল লেখার শক্তি। আর এই দুই বিপ্লব সমাজ বিপ্লবের রাস্তাকে প্রশস্ত করে। বর্তমানে এই মিডিয়া শক্তি ইহুদীদের কব্জায়।

সামরিক শক্তি

বিশ্বব্যবস্থায় নিজ শাসন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তা হল অস্ত্র। অস্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রীয় শাসন ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না। অস্ত্র ক্ষমতায় সজ্জিত রাষ্ট্র পারে অন্য রাষ্ট্রের স্বাধীকার হরণ করতে। মিডিয়া শক্তি অপর দেশের অভ্যন্তরীণ সুষ্ঠ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, অস্ত্র শক্তি অপর দেশকে বিরাণভূমিতে রূপান্তর করে। পারমাণবিক অস্ত্রের মোকাবিলায় সাধারণমাণের অস্ত্র কোনও ক্ষমতা রাখে না। বর্তমান বিশ্বে যে যত ভারি অস্ত্র, শক্তিশালী উন্নতমানের অস্ত্র তৈরি করেছে তার দাপট ততবেশি। যাদেরকে বিশ্ববাসী উন্নত ও প্রথম শ্রেণির দেশ বলে চিহ্নিত করে তারা সবাই মারণ অস্ত্রের বেশি মজুতদার। বহু প্রতিযোগিতার মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা এখন রাষ্ট্রগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। নিউক্লিয়ার অফেন্স, থার্ডমনি নিউক্লিয়ার অপেন্স ও এ ধরণের ভয়ানক মারণ অস্ত্র এখন ইহুদীদের বাগডোরের মধ্যে। ক্ষেপণাস্ত্র, উন্নত বিমান, মিসাইল, ট্যাঙ্ক, রকেট লঞ্চার বিপুল অস্ত্রের ভাণ্ডার গড়ে তোলা ইহুদী গোষ্ঠীর অন্যতম পরিকল্পনা। যেহেতু মসীহর আবির্ভাব হলে তারা বিশ্বকে শাসন করবে। এই শাসন বলবত করতে পূব থেকেই অস্ত্রের প্রস্তুতি। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের একটা চূড়ান্ত ও পাকাপোক্ত ধারণায় প্রতিক্ষীত হিরো মসীহর আগমন। এ ধারণা ও বিশ্বাস ওদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদ থেকে গৃহীত। সেই গ্রন্থে লেখা আছে—মসীহ আসবে এবং তার নেতৃত্বে ইহুদীরা বিশ্বকে শাসন করবে। ওদের ধারণায় ইসলাম বর্ণিত দাজ্জাল হচ্ছে মসীহ। কিন্তু হাদীস বলছে এই দাজ্জাল আসলে মসীহ নয়। দাজ্জাল হচ্ছে কিয়ামতের (মহাপ্রলয়েলর) পূর্বে আগত মহা ফিতনা, যার ফিতনার কবলে পৃথিবীতে নেমে আসবে চরম বিশৃঙ্খলার যুগ।

হাদিসের হিদায়েত

তাহলে আসল মসীহ কে? কে প্রকৃত মসীহ? প্রকৃত মসীহ হচ্ছে হজরত ঈষা (আঃ)। আল্লাহতায়ালা প্রকৃত ও আসল মসীহর মাধ্যমে মিথ্যা ও মহা ধোকাবাজ মসীহ দজ্জালকে ধ্বংস করবে। যে জায়গায় ইহুদী কর্তৃক কথিত মসীহে দজ্জাল ধ্বংস হবে সে জায়গাটি হল প্যালেস্টাইনের বাবেলুত নামক জায়গা। হাদিস দ্বারা একথা বর্ণনা করা হয়েছে। মসীতে দাজ্জাল ধ্বংস হওয়ার পর হজরত ঈষা (আঃ) সারা বিশ্বে শান্তির রাজ কায়েম করেন। ইনশাল্লাহ তায়ালা। এটা ইসলামের চিরন্তন ও ধ্রুব বিশ্বাসের ভিত্তি। আর এটাই ইসলামের প্যালেস্তাইন সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট অভিমুখ। যা অবধারিত সত্য রূপে মুসলমান সম্প্রদায় অন্তরের গহীনে বিশ্বাস পোষণ করে আসছেন। হযরত ইসা (আঃ) এর কায়েমকৃত ইসলামী খেলাফতি ব্যবস্থায় সারা বিশ্ব থেকে অত্যাচার, জুলুম ও অশান্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পৃথিবীর সমস্ত পরাশক্তি আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যৎ বাণীকে মিটিয়ে দিতে পারবে না। এই বিশ্বাস ইমানের একটা অংশ। যার প্রতি অবিশ্বাস তো দূরের কথা সন্দেহ পোষণ করাও ইমান ধ্বংসের কারণ।

কিয়ামতের পূর্বে (মহাপ্রলয়ের) অর্থাৎ শেষ জমানায় এই ফিলিস্তিনি বা প্যালেস্তাইন হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমি। কিয়ামতের পূর্বে যে সমস্ত বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হবে, তার প্রধান ও মূল কেন্দ্র ভূমি হচ্ছে এই প্যালেস্তাইন। ইমাম মেহেদি (আঃ)-এর আগমন, ইসলামের বিজয়, জেরুজালেম পুনরুদ্ধার, ঈষা (আঃ)-এর আগমন সব কিছুই এই জায়গাকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হবে। দজ্জালের জন্ম ও তার অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলেও এটাই সত্য।

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট এবং চলতি বছরের বৈশ্বিক অর্থনীতি

অলোক আচার্য

অর্থনীতির টেকসই উন্নয়ন যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে সেই উপাদানগুলো, যেমন— খাদ্য, নিরাপত্তা, বেকারত্ব ইত্যাদি যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে অর্থনীতিও একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে অবস্থান করে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক মন্দার বার্তা আগেই জানা ছিল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে অনেক দেশ দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ দেশগুলো অর্থনীতিকে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকটাই সফল। যদিও মুদ্রাস্ফীতির খরা এখনও কাটেনি। কমবেশি তা রয়েছে। এর সঙ্গেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিও রয়েছে। সেই কারণেই অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতায় এরই মধ্যে পৃথিবী ভুগতে শুরু করেছে। আবার কিছু দেশ দুর্বল অর্থনীতি নিয়ে যুদ্ধ করছে। যেমন গত বছর থেকেই শ্রীলঙ্কা নানামুখী সংকটে ভুগছে। আর সম্প্রতি পাকিস্তানের অর্থনীতিও দুরবস্থায় রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, বিশ্ব অর্থনীতি অর্থনৈতিক মন্দায় পড়েছে। অতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতিতে বেড়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানার উৎপাদন খরচ। যার প্রভাব পড়ছে মানুষের জীবনযাত্রায়। এমন পরিস্থিতিতে যদি বিশ্বের নীতিনির্ধারকরা শ্রম সরবরাহ, উৎপাদনশীলতা এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তবে তিন দশকের মধ্যে সবথেকে কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দশক দেখতে হবে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে ২.২ শতাংশে অবস্থান করতে পারে, যা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য প্রবৃদ্ধি হ্রাসের দশকের সূচনা করবে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, সম্ভাব্য দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রত্যাশিত হারে না বাড়লে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণে গভীর প্রভাব পড়বে। অর্থনীতির খারাপ দিকগুলোর মধ্যে একটি হল চাকরির বাজার। সবথেকে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে চাকরির বাজার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চাকরির বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার কথা। কিন্তু সেভাবে চাকরির বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে না বরং কিছু ক্ষেত্রে সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বেকারত্ব বাড়ছে। দক্ষ কর্মীও কর্ম সংকটে পড়ছে। বিশ্বের একাধিক বড় বড় কোম্পানি কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে।

তবে বিশ্বের বড় বড় প্রযুক্তি ক্ষেত্রগুলো একের পর এক কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করছে নিয়মিত। এছাড়া ছোটো-বড় অনেক কোম্পানি ব্যয় সংকোচন নীতিতে কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটছে। খরচ কমিয়ে কোম্পানি টিকিয়ে রাখার এই পন্থায় বেকারের সংখ্যা যোগ হচ্ছে নতুন করে। অনেকেই আশঙ্কায় থাকছেন কখন তাঁর চাকরি থাকবে বা যাবে? এটা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ পরিস্থিতি। এভাবে সমস্যার সাময়িক সমাধান হলেও বিশ্বের জন্যই তা সতর্কবার্তা।

মানুষের ন্যূনতম আয়ের তুলনায় অনেক দ্রুতগতিতে বাড়ছে জিনিসপত্রের দাম। মুদ্রাস্ফীতিতে দিশাহারা মানুষের জীবন। জীবনযাত্রায় ব্যয় সংকোচনের নীতি অবলম্বন করেও সামাল দিতে পারছে না। মুদ্রাস্ফীতি আরও বৃদ্ধি পেলে জীবনযাত্রার ব্যয় সম্পর্কিত একটি সংকট তৈরি হবে। এই সংকট আরও বেশিসংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেবে। বৈশ্বিক অর্থনীতি বৃদ্ধির গতি মন্থর হলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। করোনার সময় থেকেই যে সংকটের শুরু হয়েছে তা আরও গভীর করে দিয়েছে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ। এরপর ঘুরে দাঁড়ানের চেষ্টা করলেও তা অত্যন্ত কষ্টকর হচ্ছে। করোনার সময় থেকেই বিশ্বে অন্যান্য সংকটের সঙ্গে তীব্রতর হতে থাকে কর্মী ছাঁটাই, যা এখনও চলছে। কর্মক্ষম মানুষ যখন কর্মহীন অবস্থায় থাকে তখন সেই দেশের অর্থনীতি এগিয়ে নেওয়াটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের হয়। সেই ধাক্কা সামলানোও বেশ কঠিন। অর্থনৈতিক দুর্যোগের কারণে সেই লক্ষ্য কতটা পূরণ করা সম্ভব সেটাই প্রশ্ন। কারণ সারা বিশ্বেই ওলটপালট অবস্থা তৈরি হয়েছে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাত বন্ধ রয়েছে যেখানে বিপুলসংখ্যক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থনীতির অভিঘাত আসে বিভিন্ন দিক থেকে। মন্দার একটি দিক হল সবার জন্য কাজের নিশ্চয়তা না থাকা। অর্থাৎ বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়া। পর্যাপ্ত কাজের জোগান না থাকা। শ্রমিক থাকলেও শ্রমের সুযোগ না থাকলে তা অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। তখন তা পরিবারের মৌলিক দ্রব্যগুলোর চাহিদা পূরণ করতে পারে না। খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ এবং বণ্টন নিশ্চয়তার সঙ্গে, শিল্প-কলকারখানার গতি, বেকারত্ব বৃদ্ধিতে লাগাম দেওয়া, মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে জনগণের জীবনের ওপর চাপ কমানো ইত্যাদি পদক্ষেপ নিতে হলে যুদ্ধ থামিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়। অর্থনীতির এই দুর্যোগে সামাজিক সুরক্ষাও নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়ে।

বর্তমান পরিস্থিতি অর্থাৎ করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের বাজে প্রভাবের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির এই তালিকায় ধনী-দরিদ্র সব দেশই রয়েছে। বছরের শুরুতেই আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েভা সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, চলতি বছর বিশ্ব অর্থনীতির এক তৃতীয়াংশ মন্দার মধ্যে পড়বে। তিনি বলেন, ২০২৩ সালটি গত বছরের তুলনায় 'কঠিন' হবে কারণ যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ ও চীন তাদের অর্থনীতিতে ধীরগতি দেখাচ্ছে।

আইএলওর ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল আউটলুক ট্রেন্ডস ২০২৩ অনুযায়ী, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলে বিশ্বব্যাপী আরও বেশি কর্মী নিম্নমানের ও কম বেতনের চাকরি নিতে বাধ্য হবেন। এ ধরনের সব চাকরিতেই রয়েছে নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক সুরক্ষার অভাব। এরই মধ্যে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি নিয়েও দুঃসংবাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল। তাদের ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটপুট রিপোর্টে বলেছে, উচ্চ সুদের হার বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাকে মন্থর করে দিতে পারে। এরই সঙ্গে অস্থিতিশীলতা আউটপুটকে মন্দার কাছাকাছি পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে।

২০২৩ সালে বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধি দুই দশমিক আট শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছিল ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটপুট। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি বিশ্বের জিডিপি। পরের বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই প্রবৃদ্ধি হবে তিন শতাংশ এমনও বলা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারলেও এখনও বিশ্বের অনেক দেশ আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। দ্রব্যমূল্যের অপর্যাপ্ততা, মূল্যবৃদ্ধি এবং অতীতের তুলনায় ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি পৃথিবীকে গ্রাস করতে আরম্ভ করে। টানা দুই বছর করোনায় বিপর্যস্ত উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থা আরও বড় ধাক্কা খায় চলতি বছরে এসে। যদিও করোনা থেমে গেলেও যুদ্ধ সেই মন্দার গতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এর মধ্যেই যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পরিবর্তে দীর্ঘায়িত হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এর মধ্যেই ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলেছে সাম্রাজ্যবাদী ইজরায়েল। ফলে খুব দ্রুতই যে এই সমস্যার সমাধান হবে সেটাও আশা করা যায় না। তবে বিভিন্ন দেশ অভ্যন্তরীণ কৌশলে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। এই মন্দাভাব কত দিনে কাটবে তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে।

চিকিৎসকদের গাফিলতি

রক্ত নিয়ে হেপাটাইটিস এইডসে আক্রান্ত ১৪ শিশু

কানপুর: চিকিৎসকদের গাফিলতির মাশুল গুনতে হচ্ছে ডজন খানেক শিশুকে। রক্ত পরিশোধনের পরই হেপাটাইসিস-বি, হেপাটাইসিস-সি ও এইচআইভি-তে আক্রান্ত হল কমপক্ষে ১৪টি শিশু। আক্রান্ত শিশুরা সকলেই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত, সেই কারণেই রক্ত বদল করাতে হয় নিয়মিত। কিন্তু হাসপাতাল ও চিকিৎসকদের গাফিলতিতেই অসুরক্ষিতভাবে রক্ত বদলের কারণে হেপাটাইটিস, এইআইভির মতো মারণ রোগে আক্রান্ত হল। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে।

জানা গিয়েছে, কানপুরের লালা লাজপত রায় সরকারি হাসপাতালে ঘটনাটি ঘটে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, রক্তদানের সময় বিভিন্ন সংক্রামক রোগের পরীক্ষা করা হয়, তা নিয়ম মেনে করা হয়নি। এরফলেই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুরা হেপাটাইটিস, এইচআইভির মতো রোগে সংক্রমিত হয়। তবে এখনও অবধি সংক্রমণের উৎস পাওয়া যায়নি। হাসপাতালের পেডিয়াট্রিকস বিভাগের প্রধান তথা নোডাল অফিসার ডঃ অরুণ আর্য বলেন, ''এটি উদ্বেগজনক ঘটনা। রক্ত পরিবর্তনের সময়ে এই ধরনের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। আপাতত হেপাটাইটিস আক্রান্ত রোগীদের গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছে। এইআইভি আক্রান্তদের কানপুরে স্থানান্তর করা হয়েছে। এর মধ্যে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের নিয়েই বেশি উদ্বেগ। শিশুগুলি এমনিই মারণ রোগের সঙ্গে লড়াই করছে। নতুন রোগে সংক্রমিত হওয়ায় তাদের বিপদ আরও বাড়ল। রক্ত ট্রান্সফিউশনের সময় চিকিৎসকদের উচিত শিশুদের হেপাটাইটিস বি-এর টিকা দেওয়া।''

জানা গিয়েছে, বর্তমানে ওই হাসপাতালে নিয়মিত ১৮০ জন থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রক্ত পরিবর্তন বা ব্লাড ট্রান্সফিউশনের জন্য আসেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর তাদের সমস্ত সংক্রামক রোগের জন্য পরীক্ষা করা হয়। এটিকে স্ক্রিনিং বলা হয়। সম্প্রতিই আক্রান্ত ওই ১৪ জন শিশু স্থানীয় সদর ও বেসরকারি হাসপাতালে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করে। সেখান থেকেই সংক্রমণ ছড়ায়। আক্রান্তদের বয়স ৬ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। এদের মধ্যে ৭ জন হেপাটাইটিস-বি, ৫ জন হেপাটাইটিস-সি এবং ২ জন এইআইভি-তে আক্রান্ত হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

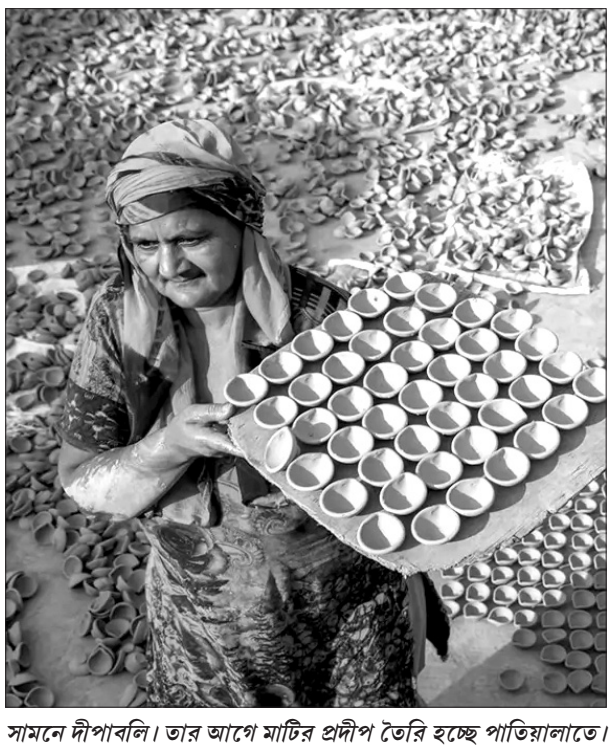

সামনে দীপাবলি। তার আগে মাটির প্রদীপ তৈরি হচ্ছে পাতিয়ালাতে।

যোগীরাজ্যে অনুমতিহীন মাদ্রাসাগুলিকে প্রতিদিন ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ

লখনউ: রাজ্য সরকারের নয়া ফরমানে বিপাকে উত্তর প্রদেশের মুজাফ্‌ফরনগরের মাদ্রাসাগুলি। রাজ্য সরকারের তরফে নোটিশ জারি করা হয়েছে, মুজাফ্‌ফরনগরে নথিভুক্ত নয় এমন মাদ্রাসাগুলিকে প্রতিদিন ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এলাকার অনেক মাদ্রাসাই সরকারি অনুমতি ব্যতীত চলছে বলে দাবি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের। তাই ওই ফাইন। আদিত্যনাথ সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রাজ্যে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ২৪,০০০। এদের মধ্যে ১৬,০০০ মাদ্রাস নথিভুক্ত। বাকী ৮,০০০ মাদ্রাসার কোনও অনুমতি নেই। ওইসব মাদ্রাসাগুলিকে তাদের প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে বলা হয়েছে। সময় দেওয়া হয়েছে ৩ দিন। তা নইলে রোজ ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে।

মুজাফ্‌ফনগর বেসিক শিক্ষা আধিকারী শুভম শুক্ল সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, জেলা সংখ্যালঘু দফতর খবর দিয়েছে জেলায় কয়েকশো অনুমতিবিহীন মাদ্রাসা চলছে। তাদের কোনও উপযুক্ত নথি নেই। বিনা অনুমতিতেই তারা মাদ্রাসা খুলে বসে রয়েছে। তাই তাদের বিরুদ্ধে ওই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদিকে, রাজ্য সরকারের ওই নির্দেশিকার প্রতিবাদ করেছে জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ। তাদের দাবি, রাজ্য সরকারের ওই নির্দেশিকা বেআইনি। সংগঠনের রাজ্য প্রধান মৌলানা জাকির হোসেন বলেন, এক বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে হেনস্থা করা হচ্ছে। রাজ্যের মাদ্রাসাগুলি বিনা পয়সায় শিশুদের শিক্ষা দিচ্ছে। দিন ১০ হাজার টাকা ফাইন দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই।

অন্যদিকে, রাজ্য সরকারের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের ৪০০০ মাদ্রাসা বিদেশ থেকে অনুদান পায়। এদের অধিকাংশই ভারত-নেপাল সীমান্তের। ওইসব মাদ্রাসাগুলি খতিয়ে দেখার জন্য ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে সরকার। দেখা হবে বিদেশ থেকে পাওয়া অর্থ তারা কোনও বেআইনি কাজে ব্যবহার করেছে কিনা।

আবারও সেতু ভেঙে পড়ল মোদী-শাহের রাজ্যে

গান্ধীনগর: মোরবীর পরে এ বার পালনপুর। বছর ঘোরার আগেই আবার সেতু ভেঙে বিপর্যয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্যে। সোমবার উত্তর গুজরাতের বানসকাঁটা জেলার ওই শহরে একটি নির্মীয়মাণ সেতু ভেঙে অন্তত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। আশঙ্কা, ধ্বংসস্তূপের তলায় চাপা পড়েছেন আরও কয়েক জন। বানসকাঁটার জেলাশাসক বরুণকুমার বারণওয়াল মঙ্গলবার বলেন, ''পালনপুর থানার অদূরে ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়কের আরটিওর পাশে রেললাইনের উপর নির্মীয়মাণ সেতুর একটি খুঁটি এবং ছ'টি কংক্রিটের গার্ডার ভেঙে পড়ে।'' তিনি জানান, দু'জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ চাপা পড়ে রয়েছেন কি না, তার খোঁজ চলছে। সামাজিক মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে ওই দুর্ঘটনার একটি ভিডিও। তাতে দেখা দেখা যাচ্ছে সেতু ভেঙে চালক ও আরোহী-সহ একটি অটোরিকশ এবং একটি ট্রাক্টর চাপা পড়ছে।

ভেঙে পড়া সেতুর নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও গাফিলতি বা দুর্নীতি ছিল কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। প্রসঙ্গত, গত বছরের অক্টোবরে সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের মোরবীতে সদ্যনির্মিত একটি 'ফুট ব্রিজ' ভেঙে পড়েছিল। সংস্কারের জন্য দীর্ঘ দিন বন্ধ ছিল ব্রিটিশ আমলে তৈরি ওই সেতু। খোলার চার দিনের মাথায় ২০২২ সালের ৩০ অক্টোবর মাচ্ছু নদীর উপর তৈরি সেতুটি ভেঙে পড়ে। মারা যান ১৩৫ জন। দুর্ঘটনার সময় সেতুর উপর ছিলেন ৩০০ জন। প্রাথমিক তদন্তের পর দাবি করা হয়, অত জনের ভার রাখতে পারেনি বলে পুরনো সেতুটি ভেঙে পড়েছিল। এর পরে তদন্তে জানা যায়, সেতুর সংস্কারে খামতি ছিল। সে কারণেই বিপর্যয়। সংস্কারের দায়িত্বে ছিল ওরেভা সংস্থা। যারা অজন্তা ব্র্যান্ডের ঘড়ি তৈরি করে। বিজেপি পরিচালিত মোরবি পুরসভা পুরনো সেতুটি সংস্কারের জন্য দু'কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও বরাত পাওয়া সংস্থা মাত্র ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে দায় সারে বলে অভিযোগ।

দেশভাগের ৭৬ বছর পর পাক সীমান্তে ভাই-বোনের পুনর্মিলন

করতারপুর: দেশভাগের পর বিচ্ছেদ ঘটেছিল তুতো ভাই-বোনের। প্রায় ৭৬ বছর পর ফের সাক্ষাৎ হল তাঁদের। পাক সীমান্ত এলাকায় করতারপুর করিডোরে ভাই-বোনের সাক্ষাৎ ঘিরে তৈরি হয়েছিল আবেগঘন মুহূর্ত। আর সেই মুহূর্তের একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন পাক প্রশাসনের এক কর্তা। দেশভাগের আগে জলন্ধরের শাহকোট শহরে থাকতেন মহম্মদ ইসমাইল ও তাঁর বোন সুরিন্দর কাউর। কিন্তু দেশভাগের সময় হিংসা দুই পরিবারকে আলাদা করে দেয়। পাকিস্তানে চলে যান ইসমাইল। মাঝে কেটে যায় ৭৬ বছর। তুতো ভাই-বোনের মধ্যে হয়নি দেখা সাক্ষাৎ। কে কোথায় আছে, তাও জানতেন না তাঁরা। সম্প্রতি পাক পঞ্জাবের একটি ইউটিউব চ্যানেল তুতো ভাই-বোনের পুনর্মিলনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়। পাকিস্তান ভিত্তিক ওই চ্যানেলে মহম্মদ ইসমাইল তাঁর হারিয়ে যাওয়া বোনের কথা জানিয়েছিলেন। আর সেটা দেখতে পান অস্ট্রেলিয়া নিবাসী সুরিন্দর কাউরের আত্মীয় মিশন সিং। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেন ইসমাইলের সঙ্গে। সেই সঙ্গে ইসমাইলকে জানিয়েছিলেন ভারতে নিখোঁজ হওয়া পরিবারের সদস্যদের কথা। এরপর অস্ট্রেলিয়া নিবাসী মিশন সিং বিচ্ছেদ হওয়া বোনের ফোন নম্বর দেন মহম্মদ ইসমাইলকে। কয়েকদিন আগে সেই নম্বরে ফোন করেন বোনকে। দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। এরপরেই করতারপুর করিডোরের গুরুদ্বার দরবার সাহিবে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নেয় দুই পরিবার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২২ অক্টোবর ভারত থেকে করতারপুর সাহিবে পৌঁছন বোন সুরিন্দর। অন্যদিকে, পাক পঞ্জাব থেকে আসেন ইসমাইল। তুতো ভাই-বোনের পুনর্মিলনের সাক্ষী থাকল করতারপুর সাহেব। দীর্ঘদিন পরে পরস্পরকে দেখে চোখের জলের বাঁধ দিতে পারেননি তাঁরা। আবেগে ভাসলেন। ৭৬ বছর পর তুতো ভাইবোনের পুনর্মিলন, স্পর্শ করেছিল সেখানে উপস্থিত দুই পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও। করতারপুর সাহেবে উপস্থিত পাক প্রশানের কর্তাদেরও এই আবেগঘন দৃশ্য স্পর্শ করেছিল। ভাই-বোনের পুনর্মিলনের খুশিতে প্রশাসনিক কর্তাদের দুই পরিবারের তরফে মিষ্টি-সহ অন্যান্য খাবার অফার করা হয়েছিল।

বর্তমানে মহম্মদ ইসমাইল পাক পঞ্জাবের সাহিওয়াল জেলার অন্তর্গত এবং লাহোর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে একটি স্থানে বসবাস করেন। সুরিন্দর থাকেন জলন্ধরে। প্রসঙ্গত, করতারপুর করিডরটি পাকিস্তানের গুরুদ্বার দরবার সাহেবের সঙ্গে ভারতের গুরুদাসপুর জেলার ডেরাবাবা নানকের মন্দিরের একটি যোগ রয়েছে। করতারপুরের গুরুদ্বারটি শিখ ধর্মের অন্যতম পবিত্র স্থান। ১৫৩৯ সালে ওই জায়গাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক। দুই দেশের এক চুক্তি অনুযায়ী, ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রীরা ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ করিডোরে প্রবেশ করতে এবং ভিসা ছাড়াই দরবার সাহিব দেখতে পারবেন।

রাম মন্দিরের দ্বারোঘাটনের দিনই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর?

মোদীকে অনুরোধ মুসলিম পক্ষের

অযোধ্যা: আগামী বছরের জানুয়ারিতেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে অযোধ্যাতেই মসজিদ তৈরির পথে এগোচ্ছে মুসলিম পক্ষ। এই আবহে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁদের ধর্মস্থানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ জানালেন ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের একাংশ। ২০২৪-র লোকসভা ভোটের আগে যা নজিরবিহীন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

আগামী ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরের দ্বারোঘাটন করতে অযোধ্যায় পা পড়বে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। ওই দিনই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ করেছে মুসলিম পক্ষ। উল্লেখ্য, অযোধ্যার ধন্নিপুরে তৈরি হবে ওই মসজিদ। রাম মন্দিরের থেকে যার দূরত্ব অন্তত ২০ কিলোমিটার। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার মুখ খোলেন ভারতীয় মুসলিম লিগের সভাপতি মহম্মদ ইসমাইল আনসারি। তাঁর কথায়, ''অযোধ্যায় একটি শুভ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আসছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেই কারণে ওই দিনই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছি। এটাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।' একই সুর শোনা গিয়েছে এই সংগঠনের উত্তরপ্রদেশের রাজ্য সভাপতি নাজমুল হাসান গনির গলাতেও।

''রাম মন্দিরের উদ্বোধন শেষ করে জামে মসজিদের ইমাম আহমেদ বুখারি ও অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের সভাপতি ইলিয়াসীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ধন্নিপুরে আসুন। এখানে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করুন তিনি, এটাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা।'' মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন নাজমুল হাসান গনি। এই দু'জন ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদীকে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বাবরি মসজিদের মুফতি আবদুল্লাহ বাদশা খান। তাঁর কথায়, ''এখানে এমন একটি মসজিদ গড়ে উঠবে যা দেখতে সারা পৃথিবী থেকে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আসবেন। তাজমহলের মতো এই মসজিদ বিশ্ববিখ্যাত হবে।'' উল্লেখ্য, অযোধ্যার ধন্নিপুরে মসজিদ তৈরির জন্য ইন্দো-ইসলামীয় কালচারাল ফাউন্ডেশন তৈরি করা হয়েছে। মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরুতে বিলম্বের জন্য এই সংস্থাকেই দায়ী করেছেন ভারতীয় মুসলিম লিগের সভাপতি আনসারি। 'ট্রাস্টিরা ঠিক থাকলে এতদিনে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যেত। মসজিদ নির্মাণে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে।' পাশাপাশি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের বদলের দাবি তুলেছেন তিনি।

আড়াই বছরেই সাধারণ জ্ঞানের ভাণ্ডার 'বিস্ময় বালক'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩১ টি দেশের মুদ্রার নাম হোক বা সমস্ত গ্রহের সঠিক নাম। একজন স্কুল পড়ুয়ার পক্ষে বলা সম্ভব। কিন্তু তার যদি বয়স হয় মাত্র দুই বছর নয় মাস। হ্যাঁ, এমনই এক বিস্ময় বালকের সন্ধান মিলল দুর্গাপুরে। তাঁর এই স্মৃতিশক্তির স্বীকৃতি দিয়েছে এশিয়ান বুক অব রেকর্ডস। রয়েছে আরও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও।

বয়স মাত্র ২ বছর ৯ মাস। এখনও পর্যন্ত ভালো করে কথা ফোটেনি খুদের মুখে। কিন্তু তার মধ্যেই গড়গড় করে বলে দিচ্ছে ৩১টি দেশের মুদ্রার নাম। বলে দিচ্ছে সব গ্রহ, বছরের বারো মাসের নাম অনায়াসে। অবলিলায় গেয়ে ফেলছে জাতীয় সংগীতও। তাঁর এই প্রতিভার স্বীকৃতি শুধু ভারত নয়, এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসেও নাম তুলে ফেলেছে দুর্গাপুরের বিধাননগরের আসিয়ানা আবাসনের বিস্ময় বালক অনির্বেদ চৌধুরী।পরিবার সূত্রে খবর, খুদের নামের শংসাপত্র, মেডেল-সহ বুক অফ রেকর্ডসের বই বাড়িতে শোভা পাচ্ছে এখন। তার কীর্তিতে গর্বিত বাবা-মা ! দুর্গাপুরের বিধাননগরের আসিয়ানার বাসিন্দা অনির্বেদের এত ছোটো বয়সেই প্রখর স্মৃতিশক্তি। যবে থেকে কথা বলতে শিখেছে, তারপর থেকেই সব মনে রাখতে পারে এই খুদে। বাবা সঞ্জু চৌধুরী পেশায় বেসরকারি কারখানায় কর্মরত। মা পাপিয়া চৌধুরী গৃহবধু। মায়ের কাছেই শিক্ষা ছোট্ট অনির্বেদের। এখনও মুখে আধো আধো কথা। তার মধ্যেই বলে দিচ্ছে কঠিন কঠিন শব্দ। শুধু তাই নয়, এখন শিখছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও তার রাজধানীর নাম। এখনও স্কুলে ভর্তি হয় নি। তার মধ্যেই এই বিস্ময় বালকের বিরল প্রতিভা দেখে হতবাক সকলের। খুদে অনির্বেদ-এর মা পাপিয়া দেবী জানালেন, ছোট বয়সে ও ঘুমাতো না বলে আমি অনেক কিছু ওকে শোনাতাম। একটু বড় হয়ে একটি প্লে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি।

এখনও দগদগে বিপর্যয়ের স্মৃতি

দশমীতে মাল নদীতে নামায় নিষেধাজ্ঞা, ছাড় শুধু উমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত বছর বিসর্জনের রাতে মাল নদীর হড়পা বানে জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল ৮ জনের। সেই ঘটনার ভয়ঙ্কর স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেনি মালবাজারের মানুষ। ছাপ রয়ে গিয়েছে প্রশাসনিক কর্তাদের মনেও। ঘটনার পরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে করা সতর্কতা জারি করা হয় ডুয়ার্সজুড়ে একাধিক নদীতে। বিশেষ করে পাহাড়ি খরস্রোতা নদীগুলিতে মানুষের নামার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করে প্রশাসন। বছর ঘুরে একদিন বাদেই আরেকটি বিসর্জন। তাই বিসর্জনের আগে সতর্ক প্রশাসন। গত বছরের দুর্ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে মালবাজারের মাল নদীতে প্রশাসনের তরফে নিরঞ্জন ঘিরে কড়াকড়ি করা হয়েছে এবার। নিরঞ্জনের জন্য নামতে দেওয়া হবে না কোন পুজো উদ্যোক্তা এবং দর্শনার্থীদের। ঠাকুর ভাসানের যাবতীয় দায়িত্বে থাকবে প্রশাসনের লোকজন এবং মাল পুরসভার কর্মীদের উপর। ইতিমধ্যে মাল নদীতে তড়িঘড়ি ঘাট তৈরির কাজ চলছে। বোল্ডার দিয়ে নদীর পাড় বাঁধানোর কাজও চলছে। কংক্রিট ও লোহার তৈরি গ্রিল লাগানো হয়েছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যাতে কোনওভাবেই নদীতে নামতে না পারেন দর্শনার্থীরা, এমনকী পুজো উদ্যোক্তারাও। সূত্রের খবর, ভাসানের জন্য নদীতে না নেমে হাইড্রলার জেসিবি মেশিন ব্যবহার করা হবে। ইতিমধ্যেই পুলিশ প্রশাসনের তরফে একাধিকবার বৈঠক করা হয়েছে। বৈঠক করা হয়েছে পুজো উদ্যোক্তা ও এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে। উদ্দেশ্য একটাই, মালবাজারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। পুজো উদ্যোক্তারাও ওই ভয়াবহ ঘটনার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। তাই সতর্ক রয়েছেন তাঁরাও। নিরঞ্জনের দিন নদীতে যাতে কেউ না নামেন সেই বার্তাও দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। এখন দেখার বিষয় শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক তৎপরতা কতটা কার্যকরী হয়। নদী থেকে উৎসাহী মানুষ ও দর্শনার্থীদের কতটা দূরে রাখতে সক্ষম হন পুলিশ এবং প্রশাসন, সেদিকে নজর রয়েছে সকলের।

দিঘার সমুদ্রে ভাসল প্রমোদতরী! মনোরঞ্জনের 'উপহার' পর্যটকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: উৎসবের মরশুমে দিঘার পর্যটকদের জন্য বিরাট সুখবর! দিঘাতে শুরু হল প্রমোদতরীর ট্রায়াল রান। পুজোর মধ্যেই দিঘার সমুদ্রে ট্রায়াল রান শুরু হওয়ায় খুশি পর্যটকরা। তবে এই প্রমোদতরীতে চড়ার জন্য দর্শকদের আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। দিঘার সমুদ্রে স্থায়ীভাবে প্রমোদতরী চলাচল শুরু হলে আরও বেশি পর্যটক এখানে আসবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

গোয়ার মতো দিঘার সমুদ্রেও নামতে চলেছে সুসজ্জিত প্রমোদতরী। পর্যটকদের কাছে যা একটি নতুন আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে। 'এমভি নিবেদিতা' নামে এই প্রমোদতরীটি হলদিয়া উন্নয়ন সংস্থা তুলে দিয়েছে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন সংস্থার হাতে। দিঘার পর্যটন মানচিত্রের মুকুটে এই নয়া পালক জোড়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি পর্যটকরা। পর্যটকদের বিনোদনের জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রমোদতরীতে চেপে পর্যটকরা সমুদ্র বক্ষে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। একইসঙ্গে উপভোগ করতে পারবেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। প্রমোদতরীতে চেপে মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার দৃশ্য দেখারও সুযোগ পাবেন পর্যটকরা।

চম্পা নদী ক্যানেল থেকে দিঘা মোহনা হয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার শৌলা পর্যন্ত এই প্রমোদতরী চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের। ভ্রমণপ্রেমীরা এতে দিঘার প্রতি আরও বেশি করে আকৃষ্ট হবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রমোদতরীতে পর্যটকদের জন্য থাকবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। একইসঙ্গে আমোদ-প্রমোদের জন্য থাকবে গান-বাজনার বন্দোবস্ত। নায়েকালি ব্রিজ সংলগ্ন চম্পা নদী ক্যানেলে নবমীর দিন ট্রায়াল রান হয় এই প্রমোদতরীর। পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক আগেই এই ট্রায়াল রানের কথা ঘোষণা করেছিলেন।এতদিন ধরে দিঘার সমুদ্র পর্যটকদের কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল। পর্যটকরা সৈকত থেকেই সমুদ্রের রূপ উপভোগ করেছেন। এবার প্রমোদতরীতে চেপে সমুদ্রযাত্রার আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন তাঁরা। সমুদ্রের তির বরাবর দিঘা থেকে শৌলা পর্যন্ত রয়েছে দীর্ঘ ২৯ কিলোমিটারের মেরিন ড্রাইভ। মাঝখানে রয়েছে ঝাউবন। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব এবং মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে ভেসে চলবেন পর্যটকরা। ইতিপূর্বে কলকাতায় গঙ্গাবক্ষে প্রমোদতরী নামতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মানচিত্রে সমুদ্রবক্ষে প্রমোদতরী এই প্রথম।

অন্যদিকে পুজোর খরা কাটিয়ে পুরনো ছন্দে দিঘা। দশমী থেকে দিঘায় সমুদ্রে পর্যটকদের থিকথিকে ভিড়। ট্রেন, বাসের পাশাপাশি দু'চাকার গাড়ি নিয়ে দিঘার দিকে রওনা দিয়েছে পর্যটকরা। মঙ্গলবার দিঘার সমুদ্রে পর্যটকদের ভিড় ছবি দেখে মুখে হাসি ফুটেছে ব্যবসায়ীদের।

অন্যের গায়ে কাদা-জল ছোড়া মানে 'শুভ বিজয়া' ঝগড়াই গ্রামে এটাই ৫০০ বছরের পুরনো রীতি

বাঁকুড়া: ভারত যেমন বৈচিত্র্যের দেশ, তেমনই পশ্চিমবঙ্গের আনাচে-কানাচেও বৈচিত্র্যের কমতি নেই। বিভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম-রীতি। দুর্গা পুজো সর্বজনীন হলেও, সেই পুজোকে কেন্দ্র করেও প্রচলিত রয়েছে একাধিক রীতি। ঠিক যেমন বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের ঝগড়াই গ্রাম। আপামর বাঙালি যখন একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে, প্রণাম জানিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে ব্যস্ত, তখন ওই গ্রামের মানুষ মেতে উঠল কাদা ছোড়াছুড়িতে। রীতিমতো পুকুরের জল এনে, কাদা তৈরি করে, তার মধ্যে নেমে চলল দাপাদাপি। মঙ্গলবার প্রতিমা বিসর্জনের পর বুধবার সকালেই সেই দৃশ্য চোখে পড়ল ঝগড়াই গ্রামে।

কাদা খেলার মধ্য দিয়েই একে অপরের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও গ্রামের মানুষ। এটা এই গ্রামের প্রাচীন রীতি। গ্রামের মানুষ পরম্পরা মেনে সেই রীতি পালন করেন আজও। প্রত্যেক বছর দশমীর দিন ৭টি পুকুরের জল নিয়ে এসে গ্রামের মন্দির লাগোয়া প্রাঙ্গনে ধরে রাখা হয়। কাদা তৈরি হলে, সেই জল ও কাদা ছুড়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময়ে মেতে ওঠেন আট থেকে আশি। ঝগড়াই গ্রামে রয়েছে ঝগড়াই ভঞ্জনি রূপী দেবী দুর্গার প্রাচীন পাথরের মূর্তি। প্রায় সাড়ে ৫০০ বছরের প্রাচীন দুর্গা পূজা মল্লরাজা শুরু করেছিলেন বলে জানা যায়। কথিত আছে মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহ এই দেবীর দর্শন পাওয়ার পরই একটি জমি সংক্রান্ত বিবাদ মিটিয়েছিলেন। তারপর তাঁর উদ্যোগেই এই দেবীর পুজো শুরু হয়েছিল ওই গ্রামে। কথিত আছে পুজো শেষে দশমীর দিন প্রবল বৃষ্টির মধ্যেই সৈন্য সামন্ত নিয়ে জল-কাদায় উৎসব পালন করেছিলেন মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ। সেই থেকে আজও এই রীতিই বহন করে আসছে ঝগড়াই গ্রাম।

গীবত থেকে কীভাবে বাঁচবে মুসলমান ?

গীবতের রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় হল গীবতকারী তার নিন্দাবাদের কারণে নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির সামনে উপস্থাপন করবে। আর একথাটি ভালোভাবে জানবে যে, কিয়ামতের দিন গীবত তার নেকীগুলোকে গীবতকৃত ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর করে দেবে। সে গীবতের মাধ্যমে যার সম্মান নষ্ট করেছে। যদি তার নেকী না থাকে, তবে গীবতকৃত ব্যক্তির পাপগুলো তার উপর চাঁপিয়ে দেওয়া হবে।'

—লিখছেন আবদুল্লাহ আল-মা'রূফ

গীবত দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায়। গীবতের রোগ মারণব্যাধি ক্যান্সার অপেক্ষাও ভয়াবহ। ক্যান্সার মানুষের শরীর নিঃশেষ করে দেয়, আর গীবত কর্মফল ধ্বংস করে দেয়। দুনিয়াতে তাকে অপদস্থ করে এবং পরকালে সর্বস্বান্ত করে ছাড়ে। অথচ আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। সুতরাং জীবদ্দশাতেই গীবত ও পরনিন্দা থেকে বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হবে। এই নিবন্ধে আমরা গীবত থেকে পরিত্রাণ লাভের কতিপয় উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

গীবত করার সময় নেকী বিনষ্ট হওয়ার কথা মনে করা

কারও দোষ বর্ণনা করার আগে মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে যে, আমি যে লোকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করছি, তার কাছে আমি চিরদিনের জন্য ঋণী হয়ে যাচ্ছি। এই ঋণ নিজের কষ্টার্জিত সওয়াব প্রদান অথবা তার পাপগুলো নিজের কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে পরিশোধ করতে হবে। কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ যখন পাগলপরা হয়ে একটা নেকীর জন্য ছোটাছুটি করবে, সেই কঠিন মুহূর্তে নেকী দিয়ে গীবতের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সেই কঠিন মুহূর্তে নিজের সওয়াবের ঝুলি থেকে একটা নেকী অপরকে দিয়ে দেওয়া আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। ভয়াবহ সেই দৃশ্যপট হৃদয়ের আয়নায় মেলে ধরতে পারলে গীবত করার আগে মানুষ বারবার ভাবতে বাধ্য হবে। এজন্য আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. বলেন, ''আমি যদি কারও গীবত করতাম, তাহলে আমার পিতামাতার গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী লাভ করার অধিক হকদার।'' হাসান বসরী রহ.-কে বলা হল অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে। তখন তিনি গীবতকারীর উদ্দেশ্যে এক থালা মিষ্টান্ন উপহার পাঠালেন। আর বলে দিলেন, ''আমি শুনেছি আপনি আমাকে আপনার কিছু নেকী হাদিয়া দিয়েছেন। বিনিময়ে আমার উপহারটুকু গ্রহণ করবেন।''

ইমাম মহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব রহ. বলেন, 'গীবতের রোগ থেকে আরোগ্যের উপায় হল গীবতকারী তার নিন্দাবাদের কারণে নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির সামনে উপস্থাপন করবে। আর একথাটি ভালোভাবে জানবে যে, কিয়ামতের দিন গীবত তার নেকীগুলোকে গীবতকৃত ব্যক্তির দিকে স্থানান্তর করে দেবে। সে গীবতের মাধ্যমে যার সম্মান নষ্ট করেছে। যদি তার

নেকী না থাকে, তবে গীবতকৃত ব্যক্তির পাপগুলো তার উপর চাঁপিয়ে দেওয়া হবে।'

গীবতকারীদের মজলিস পরিত্যাগ করা

গীবতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্যতম অনুঘটক হিসাবে কাজ করে পরিবেশ ও সঙ্গ। অনেক সময় বাধ্য হয়ে গীবত শুনতে হয়, অথচ গীবত শোনাও সমান গুনাহ। মজলিসে অনিচ্ছা সত্ত্বেও গল্পচ্ছলে গীবত হয়ে যায়। সেজন্য নিন্দুক ও গীবতকারীর সঙ্গ ও বৈঠক পরিত্যাগ করা উচিত। গীবতকারীকে যদি বাহ্যিক দ্বীনদারও মনে হয়, তবুও তার ব্যাপারে সতর্ক-সাবধান থাকা অপরিহার্য।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. মসজিদে সালাত আদায় করার পরে কারও সাথে কোনও গল্প করতেন না। সোজা বাড়িতে চলে যেতেন। একদিন শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী রহ. তাকে বললেন, আচ্ছা! আপনি তো আমাদের সাথেই সালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি ফিরে গিয়ে সাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি। আমরা বললাম, সাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন? তিনি বললেন, আমি ফিরে গিয়ে ইলমচর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কী করব? তোমরা তো একত্রে বসলেই মানুষের গীবত করা শুরু করে দাও।

খালীদ রাবাঈ রহ. বলেন, একদিন আমি মসজিদে বসেছিলাম। এসময় লোকজন এক ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা অন্য আলোচনা শুরু করল। তারপর তারা আবার পরনিন্দা শুরু করে দিল। এবার আমিও তাদের সাথে কিছুটা শরিক হলাম। ওইরাতে আমি স্বপ্নে দেখ লাম, বিরাট লম্বা এক কৃষ্ণকায় লোক আমার কাছে আসল। তার হাতে শূকরের গোশত ভরা একটি বাটি। সে আমাকে বলল, খাও! আমি বললাম, শূকরের গোশত? আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই এগুলো খাব না। তখন সে আমাকে ভয়ানক ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো এর চেয়েও খারাপ গোশত খেয়েছ। তারপর সে গোশতগুলো আমার মুখে চেপে ধরল। এমন সময় আমি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম।' খালীদ রাবাঈ বলেন, ''আল্লাহর কসম! এরপর থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খেলেই মুখে সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ অনুভূত হত।''

কোরানের দৃষ্টিতে পরিবারের সংজ্ঞা

শাহনাজ আরফিন

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার হল একটি শিশুর জীবন গড়ার প্রাথমিক পাঠশালা ও প্রধান পাঠাগার। এই পাঠশালার ওপর শিশুর জীবনের ভিত রচিত হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসবাসের মধ্য দিয়েই শিশুরা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার গুণাগুণের পরিচয় লাভ করতে শুরু করে। এ জন্য পরিবারের প্রধান দুজন সদস্য বাবা-মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। মাতা-পিতার কারণে শিশু পৃথিবীর মুখ দেখতে পেরেছে। মমতাময়ী মায়ের কারণেই সন্তানের পৃথিবীর আলো দেখার সৌভাগ্য হয় এবং নিরাপদে বেড়ে ওঠে। সন্তান গর্ভে ধারণ, প্রসব বেদনার কষ্ট এবং দুধপান করানো প্রভৃতি মা একাই বহন করে থাকেন। এরপর বাবা লালন-পালনের কাজে মায়ের সঙ্গে অংশীদার হয়ে থাকেন। এর বাহ্যিক প্রতিদান হিসেবে আল্লাহপাক সন্তানের প্রতি তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদয় ও সদ্ব্যবহারকে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং ইবাদত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন, ''তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন— তোমরা তাঁর ইবাদত ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত কোরো না, পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনও একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে 'উহ' পর্যন্তও বোলো না এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিও না— বরং তাদের সাথে সম্মান ও মর্যাদার সাথে কথা বলো।''

পিতা-মাতার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের লালন-পালন করা, তাদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। রাসূলে খোদা সা. থেকে বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী, সন্তান হচ্ছে পিতা-মাতার কাছে আল্লাহর আমানত স্বরূপ। তাই তাদেরকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অবশ্যই নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি শিক্ষা দিতে হবে। নবি করিম সা. বলেছেন, ''যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদের নামাজের প্রশিক্ষণ দাও।''

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, ''সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম আর কিছুই পিতা-মাতা সন্তানদের দান করতে পারে না।''

বিশ্বনবি সা. পারিবারিক জীবনের সুস্থতার ওপরে ভীষণ গুরুত্ব প্রদান করেছেন, যা আমাদের অনুসরণযোগ্য। হাদিসে এসেছে, রাসূলে খোদা সা. একবার তাঁর মেয়ে ফাতেমা রা., তাঁর স্বামী হজরত আলি ও হাসান-হোসাইনকে এক চাদরের নীচে রেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, ''হে আল্লাহ! এরা হচ্ছে আমার আহলে বাইত (পরিবার)।''

পরিবারের সদস্যদের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ মর্যাদায় উচ্চস্তরে পৌঁছায়। অপর একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, ''মুমিনের মধ্যে ওই ব্যক্তির ইমান সবথেকে পরিপূর্ণ, যে চরিত্রের সৌন্দর্যে উন্নত এবং নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি সর্বাপেক্ষা সদয় ও নম্র ব্যবহার করে।''

স্বামী-স্ত্রী, বাবা-মা, ভাই-বোন প্রভৃতি নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। তাই সুস্থ পরিবার গঠনে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, জীবনের অন্য সকল দিকের মতো পরিবার এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কেও ইসলামের রয়েছে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। একজন পুরুষ ও নারী কীভাবে দাম্পত্য জীবন শুরু করবে, তাদের একের প্রতি অন্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও বিসম্বাদ দেখা দিলে কীভাবে তার সমাধান করবে, সব বিষয়েই ইসলাম দিয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। তবু দুঃখ জনক বিষয় হচ্ছে, ইসলামের সেসব নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসৃত না হওয়ায় আজ বিশ্বের মুসলিম সমাজ ভুগছে নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে।

জাতিসংঘ প্রতি বছর মে মাসের ১৫ তারিখ 'আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস' পালন করে। তারা পরিবার বিষয়ে সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং শান্তিময় জীবন লাভের স্বপ্ন নিয়ে এই দিবসের নানা আয়োজন করে।

অথচ আমাদের প্রাণের ধর্ম ইসলাম শান্তিময় জীবন ও পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য শেখানোর জন্য দিয়েছে 'পরিবার ব্যবস্থা।' তাই কোরানের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করলেই কেবল আদর্শ পরিবার গঠন করা সম্ভব। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর নির্দেশিত পথে আমাদের পরিবারগুলো গঠন করার তওফিক দিন। (শেষ)

জান্নাতের অপরিসীম নিয়ামতসমূহ

কোরানে কারিমে জান্নাতকে উত্তম আবাস বলা হয়েছে। জান্নাত এটি আরবি শব্দ। অর্থ বাগান বা উদ্যান। প্রচলিত অর্থে জান্নাতকে বেহেশত বলা হয়। ইসলামের পরিভাষায়, পার্থিব জীবনে যেসব মুসলিম আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে এবং পরকালীন হিসাবে যার পাপের চেয়ে পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে তাদের জন্য আল্লাহ যে সব স্বর্গ প্রস্তুত রেখেছেন, সেগুলোই জান্নাত।

কোরানে কারিমে জান্নাতের যেসব নাম বলা হয়েছে সেগুলো হল— জান্নাতুল ফিরদাউস (জান্নাতের সর্বোচ্চ বাগান), দারুস সালাম (শান্তির নীড়), জান্নাতুল মাওয়া (বসবাসের জান্নাত), দারুল খুলদ (চিরস্থায়ী বাগান), জান্নাতুল আদন (অনন্ত সুখের বাগান), জান্নাতুল আখি রা (আখেরাতের আলয়), জান্নাতুন নাঈম (নেয়ামতপূর্ণ বাগান) ও দারুল মোকামা (অবস্থানের বাড়ি)।

কোরানে কারিম ও হাদিসে জান্নাত প্রসঙ্গে বিস্তারিক বিবরণ রয়েছে। তবে কোরানে কারিমে সব বিষয়ে জান্নাতের কথা বলা হয়নি। শুধুমাত্র ইসলামের প্রায়োগিক দিকগুলো যে মেনে চলবে তার ব্যাপারে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, জান্নাতে কী কী থাকবে? সঙ্গী-সাথী কারা হবে? জান্নাতের পোশাক কী হবে? সেখানে কী কী নিয়ামত থাকবে?

কোরানে কারিমে বর্ণিত জান্নাতের বিশেষত্বগুলো হচ্ছে;এর নিয়ামত, শীতল ছায়া, আপ্যায়ন, পানীয়,

সঙ্গী-সাথী, পোশাক-পরিচ্ছদ, পরিবেশকগণ, সুউচ্চ বহুতল বিশিষ্ট প্রাসাদ, বাগান ও ঝরণা, সব ইচ্ছাপূরণ, জান্নাতিদের প্রতি অভিবাদন ও মোবারকবাদ এবং সবকিছুর ওপরে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

কোরানে কারিমে জান্নাতকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সেসব সংজ্ঞায় বলা হয়েছে— উত্তম আবাস (সূরা আলে ইমরান— ১৪), আল্লাহর রহমতের আশ্রয় (সূরা আলে ইমরান— ১০৭), সম্মান ও মর্যাদার জায়গা (সূরা আন নিসা— ৩১), নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত (সূরা আল মায়িদা— ৬৫), শান্তির আবাস (সূরা আল আনআম— ১২৭), শান্তির ভুবন (সূরা ইউনুস— ২৫), ক্ষমা এবং বিরাট প্রতিদান (সূরা হুদ— ১১), শুভ পরিণাম (সূরা আর রা'দ— ২৯), বাগান ও নির্ঝরিণী (সূরা আল হিজর— ৪৫), বড় ভালো আবাস (সূরা আন নাহল— ৩০), বিরাট প্রতিদান (সূরা বনি ইজরাইল— ৯), ভালো প্রতিদান (সূরা আল কাহফ— ২), ভালো প্রতিদান (সূরা আল কাহফ— ৮৮), সম্মানজনক জীবিকা (সূরা আল হজ— ৫০), নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাত (সূরা আল হজ— ৫৬), উৎকৃষ্টতর জিনিস (সূরা আল ফোরকান— ১০), চমৎকার আশ্রয় এবং আবাস (সূরা আল ফোরকান— ৭৬), মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিজিক (সূরা সাবা— ৪), মাগফিরাত ও বড় পুরস্কার (সূরা আল ফাতির— ৭), মাগফিরাত ও মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান (সূরা ইয়াসিন— ১১), নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম প্রতিদান (সূরা আস সোয়াদ— ২৫), নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম (সূরা আস সোয়াদ— ৪০), যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী (সূরা আশ শূরা— ৩৬), উত্তম প্রতিদান (সূরা আন নাজম— ৩১), সর্বোত্তম প্রতিদান (সূরা আল হাদিদ— ১১), সর্বোত্তম প্রতিদান (সূরা আল হাদিদ— ১৮), পুরস্কার ও 'নূর' (সূরা আল হাদিদ— ১৯), বিরাট প্রতিদান (সূরা আত তাগাবুন— ১৫), বিরাট পুরস্কার (সূরা আল মুলক— ১২), নিয়ামত ভরা জান্নাত (সূরা আল কলম— ৩৪), প্রতিদান ও যথেষ্ট পুরস্কার (সূরা আন নাবা— ৩৬), অফুরন্ত পুরস্কার (সূরা আল ইনশিকাক— ২৫), এমন পুরস্কার যা কোনওদিন শেষ হবে না (সূরা আত ত্বীন— ৬)।

প্রবন্ধ

অনিন্দ্য সুন্দর চরিত্র

ইসমাইলী বংশধারায় এক ব্যক্তি নবি হবেন। এই জন্য ফাতিমা নাকি সুযোগ খুঁজত। যেহেতু ওয়ারাকার ইবনে নওফেল ছিলেন তৎকালীন আরবের এক ভবিষ্যদ্বক্তা পণ্ডিত, তিনি ইঞ্জিল সম্পর্কে বহু তথ্যাদির জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, এমনকী হজরত মহম্মদ (সাঃ) যখন প্রথম ওহী প্রাপ্ত হলেন তখন হজরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর কাছে তা জানালে তিনি রাসুল (সাঃ)-কে নবি হবার সুসংবাদ দান করেন।

—লিখছেন মোঃ মহসীন মল্লিক

রাসুল (সাঃ) এর পিতা আবদুল্লাহ ছিলেন অনিন্দ্য সুন্দর,তাঁর দেহ সৌষ্ঠব ছিল অভাবনীয় সুন্দর ও সুঠাম। তৎকালীন আরবে আবদুল্লাহর মতো যৌবনদীপ্ত যুবক প্রায় কেউ-ই ছিলেন না। তিনি অলৌকিক ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী। রাসুল (সাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''আমি পবিত্র বংশে জন্মেছি। হজরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে আমার পিতা-মাতা পর্যন্ত অন্ধযুগীয় কোনো ব্যাভিচার-অনাচার আমার বংশকে স্পর্শ করেনি। (মাওয়াহীদ)

ধীরে ধীরে রাসুল (সাঃ)-এর পিতা কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পৌঁছালেন। কেউ বলেন তাঁর বয়স কুড়ি, কেউ বলেন আঠারো। তখন আবদুল মুত্তালিব ছেলের বিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। শুরু হল পাত্রি খোঁজা। অবশেষে বনি যোহরা গোত্রের কন্যা আমিনার রূপ ও গুণের কথা শুনে তাঁর সঙ্গেই বিয়ে দিতে আগ্রহী হলেন।

এই ঘটনার পূর্বে একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়— যা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। ঘটনাটি হল 'ওয়ারাকার ইবনে নাওফেলের' বোনের কাহিনি। ওয়ারাকার বোন ফাতিমা খাসামী তার ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছিল— ইসমাইলী বংশধারায় এক ব্যক্তি নবি হবেন। এই জন্য ফাতিমা নাকি সুযোগ খুঁজত। যেহেতু ওয়ারাকার ইবনে নওফেল ছিলেন তৎকালীন আরবের এক ভবিষ্যদ্বক্তা পণ্ডিত, তিনি ইঞ্জিল সম্পর্কে বহু তথ্যাদির জ্ঞান অর্জন করেছিলেন, এমনকী হজরত মহম্মদ (সাঃ) যখন প্রথম ওহী প্রাপ্ত হলেন তখন হজরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর কাছে তা জানালে তিনি রাসুল (সাঃ)-কে নবি হবার সুসংবাদ দান করেন।

এই নওফেলের বোন পথিমধ্যে দেখলেন আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহর হাত ধরে আমিনার পিতৃগৃহে যাচ্ছেন তখন ফাতিমা নিজ

গৃহের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন নাকি তাঁর চোখে একটি আলো বা নূরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেটি আবদুল্লাহের কপালে দেখা যাচ্ছিল। পিতার হাত ধরা অবস্থায় সেখানেই ফাতিমা আবদুল্লাহকে বলে—

''আবদুল্লাহ তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার পিতা যে সব উট তোমার মুক্তির জন্য কুরবানি করেছেন, সেই সমস্ত উট আমি এই শর্তে দিতে পারি যদি তুমি আমার সঙ্গে সহবাস করো।''

কিন্তু আবদুল্লাহ এই প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখান করে বলেন, ''যেখানে এ ব্যাপারে আমি ভাবতেও পারিনা সেখ ানে আমার পক্ষে তোমার প্রস্তাবে সাড়া দেওয়া কীভাবে সম্ভব? মহৎ ব্যক্তি তার নিজ সম্মান ও ধর্ম সংরক্ষণ করে।''

আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহর বিবাহের তিনদিন পর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় নাকি পুনরায় ফাতিমার কাছে আসেন— তখন ফাতিমা তাঁকে বলে, ''তোমার কপালে যে জ্যোতি ছিল, সেজন্যই আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এখন সেটি আর নেই, মহান আল্লাহ সেটি যেখানে রেখেছেন, রাখতে চেয়েছেন, সেটি সেখানেই রেখেছেন। তখন আবদুল্লাহ বলেন— হ্যাঁ আমি আমিনাকে বিবাহ করেছি।'' (চিরভাস্বর মহানবি ১২৪ পৃষ্ঠা)

এই ঘটনাটি 'কিতাবে পিয়াম্বার' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, যা সবৈব মিথ্যা। কেননা,বনি হাশিম গোত্রে প্রতিপালিত আবদুল্লাহের পক্ষে এইরূপ চরিত্র ধ্বংসকারী ইচ্ছা জাগরুক হতেই পারে না। তাছাড়া পিতার সন্নিকটে একজন পুত্রকে কোনো নারী এইরূপ প্রস্তাব দিতে পারে কি?

এ সবাই হল বিদ্বেষ প্রসূত আখ্যান। আরও কাহিনিতে লেখা হয়েছে, আবদুল্লাহর বিয়ের রাতে নাকি ২০০ কুমারী মেয়ে হিংসার আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল।

এই আষাঢ়ে গল্প গীবন লিখিত 'রোমান সাম্রাজ্যর পতন' গ্রন্থে লেখা আছে। তাহলেই বুঝুন মহানবি (সাঃ)-এর জীবনে অবাস্তব ঘটনা রচনা করে তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে অনেকেই দ্বিধা করেনি।

হজরত মহম্মদ (সাঃ)-এর পিতা আবদুল্লাহের বিবাহ দেবার জন্যই আবদুল মুত্তালিব পুত্রকে সঙ্গে করে বনী যোহরা গোত্রে আসেন। এই গোত্রে ওহাব আবেদ মনাফ বিন যোহরা বিন কেলাবের পরমাসুন্দরী কন্যা আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহের বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন পিতৃহীনা, তার চাচা আবদুল ওহাব তাঁকে নিজের মেয়ের মতো প্রতিপালন করতেন। জ্ঞানে-গুণে আমিনা ছিলেন অতুলনীয়, সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছায় আমিনার সঙ্গে আবদুল্লাহের বিবাহ সংঘটিত হয়। বিয়ের পর তিন দিন আমিনা পিতৃলয়ে ছিলেন।

বিয়ের চতুর্থ দিনে আবদুল্লা স্ত্রীকে সঙ্গে করে মক্কায় চলে আসেন। কিছুদিন পরেই মক্কা থেকে একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখান থেকে ফিরে আসার পথে আবদুল্লাহ মদীনাতেই অসুস্থ অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন। মহানবি (সাঃ) জন্মের পূর্বেই পিতৃহারা হলেন।

এদিকে আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহর অসুস্থতার খবর পেয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হারিসকে মদিনায় পাঠালেন। কিন্তু হারিস পৌঁছনোর পূর্বেই আবদুল্লাহর মৃত্যু হয়, আবদুল্লাহের মৃত্যুর পর নাবেগা জাদীর বাড়িতে তাঁর কাফন দাফন হয়েছিল।

(তথ্যসূত্র (১) 'চিরভাস্বর মহানবি (সাঃ) আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী'। (২)রাহীকুল মাখতুম শেখ সুফিউর রহমান। (৩)বিশ্বনবি অধ্যাপক ডঃ এ.বি.এম সিদ্দিকুর রহমান।

ছড়া

চাবিকাঠি

আসগার আলি মণ্ডল

হারিয়ে গেছে সুখের চাবি
বন্ধ সুখের দোর
দুখের ছায়া ঘুরছে পিছে
কাটছে নাকো ঘোর।

হারিয়ে গেছে বোধ-বুদ্ধি
মানবতার চাবি
মিটছে না আর স্বপ্ন-আশা
কেউ খাচ্ছেন খাবি।

হারিয়ে গেছে প্রেম ও প্রীতি
হচ্ছে সব-ই মাটি
সিক্ত নয়ন রিক্ত বড়ই
খুঁজছে চাবি-কাঠি।

হারিয়ে গেছে ভ্রাতৃত্ব
বিলাপ করে চিত্ত
সমাধানের নেইকো চাবি
দূর হয়ে যায় মিত্র।

হারিয়ে গেছে মানবতা
ত্যাগ-সত্য-নিষ্ঠা
মধুর মতো সমাজটা হোক
হোক প্রেম প্রতিষ্ঠা।

গ্রহাণু থেকে পৃথিবীতে এল সবথেকে বড় নমুনা
মহাকাশে কামাল করে দেখাল নাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার ক্যাপসুল মহাকাশে পাড়ি দিয়ে গ্রহাণুর নমুনা নিয়ে ফিরল। গ্রহাণু থেকে নাসা পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে এল সবথেকে বড় নমুনা। নাসা এই মিশন উৎক্ষেপণের সাত বছর পরে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারল গ্রহাণুর নমুনা। বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে একটি জ্বলন্ত বস্তুর অবতরণ হল পৃথিবীতে।

রবিবার উটাহ মরুভূমিতে অবতরণ করে নাসার ক্যাপসুল। তা নিয়ে উৎসাহ ও উন্মাদনা ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে। শেষপর্যন্ত নাসার ওসিরিস-রেক্স নমুনা রিটার্ন ক্যাপসুলের টাচডাউন হয় পৃথিবীর মাটিতে। তৈরি হয় নয়া ইতিহাস। পৃথিবী থেকে সাত বছর মহাকাশে পরিক্রমা করে নমুনা নিয়ে ফিরতে সম্ভবপর হয় নাসার ক্যাপসুল।

গ্রহাণু বেন্নুর পিছনে এক বিলিয়ন মাইল ছুটে ওই নমুনা সংগ্রহ করতে পেরেছে নাসার ওসিরিস রেক্স ক্যাপস্যুল। ২০২০ সালে বেন্নু থেকে সংগৃহীত নমুনাটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নাসার মহাকাশযান। মার্কিন মহাকাশ সংস্থার অনুমান, প্রায় ২৫০গ্রাম উপাদান রয়েছে। ওই নমুনাটি জাপানি মিশন দ্বারা ফিরিয়ে আনা আগের দুটি গ্রহাণুর নমুনার থেকে অনেক বেশি। নাসার এই গ্রহাণু থেকে নমুনা অবতরণের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন, শুধুমাত্র সাত বছরের বা মহাকাশের মধ্য

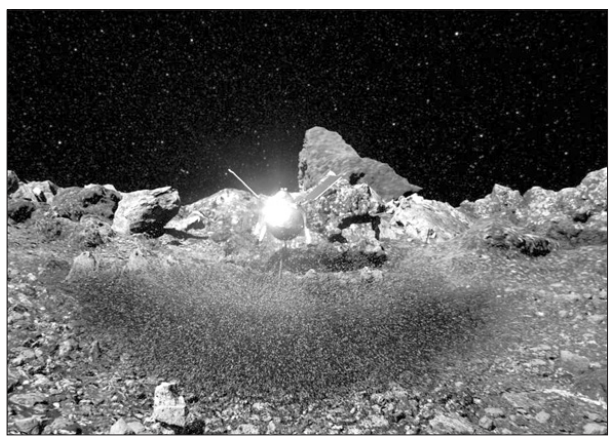

দিয়ে ৩.৯ বিলিয়ন ভ্রমণই নয়, এই সাফল্য পেতে ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগের কথা জানতে সাহায্য করবে। কারণ বেন্নু নামের গ্রহাণু থেকে পাওয়া শিলাগুলি আমাদের জৈব এবং জলের উৎস বুঝতে সাহায্য করবে, যা পৃথিবীতে জীবনের সৃষ্টি কী উপায়ে হল, তা বুঝতেও সাহায্য করবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এর আগে নাসা গ্রহাণুকে ভিন্ন পথে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিল মহাকাশে। নাসার বিধ্বংসী রোবটযান মহাকাশে গ্রহাণুর সঙ্গে টক্করে পৃথিবীর অভিমুখ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। আত্মঘাতী অভিযানে নাসার রোবটযান ধ্বংসলীলা চালিয়ে সে ক্ষেত্রে সফল হয়।

বর্তমানে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য নমুনা সংগ্রহে সফল হল নাসার ক্যাপসুল। মহাকাশে বেন্নু গ্রহাণু থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফেরার পথে বাধার মুখে পড়েও সফল হল নাসা। ডার্ট মিশনের পর ওসিরিস রেক্স মিশন সফল। অক্টোবরে আবার তারা যাবে সিক্সটি সাইক্লে মিশনে। পৃথিবী অভিমুখে ধেয়ে আসা যে সব গ্রহাণু মানব সভ্যতার পক্ষে ভয়াবহ হতে পারে, সেইসব গ্রহাণুকে মহাকাশে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই নাসা গবেষণা চালাচ্ছে। কখনও কখনও গ্রহাণু এমনই সমস্যা করে যে তা মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এর আগে গ্রহাণু পতনে অবলুপ্তি ঘটেছিল ডাইনোসরের। তাই মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে নাসা বদ্ধপরিকর হয়ে মিশনে নেমেছে।

ক্রটি কাটিয়ে ‘সপ্তমে’ চড়ল গগনযান
সফল উৎক্ষেপণ ইসরোর

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবশেষে গগনযান মিশনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ফ্লাইটের সফল উৎক্ষেপণ করল ইসরো। শ্রীহরিকোটা স্পেস সেন্টার থেকে শনিবার সকাল ১০টা নাগাদ সফল উৎক্ষেপণ সম্ভব হল। ইসরোর তরফে খবরটি নিশ্চিত করে জানানো হয়, পরিকল্পনামাফিক মিশন চলছে।

এদিন সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে গগনযান মিশনেব টিভি-ডিআই ফ্লাইটের উৎক্ষেপণ হওয়ার কথা ছিল। সেই মতো কাউন্টডাউন শুরু হয়েছিল। কিন্তু, নির্ধারিত সময়ের ৫ সেকেন্ড আগে উৎক্ষেপণ স্থগিত করে দেওয়া হয়। ইসরো প্রধান এস সোমনাথ জানান, ৬ সেকেন্ড আগেই সেটা ধরা পড়ে, ইঞ্জিনের ইগনিশন যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে হয়নি। ইঞ্জিনের অস্বাভাবিক আচরণ দেখেই সেই সময় উড়ান স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তারপর সকাল ১০ টায় ফের ওই মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করা হবে বলে ইসরোর তরফে জানানো হয়। অবশেষে ঠিক ১০টায় গগনযানের উড়ানের সফল উৎক্ষেপণ হল। গগনযান মিশনের ওই ফ্লাইটে রয়েছে ‘ক্রু মডিউল’ এবং ‘ক্রু এসকেপ মডিউল’। পরিকল্পনা অনুযায়ী, সমুদ্রে নেমে পড়ল প্যারাসুট সমেত ক্রু মডিউল। ৩ মহাকাশচারী নিয়ে ক্রু মডিউল যাতে সমুদ্রেও নেমে পড়তে পারে, তারই মহড়া হল। গগনযান মিশনের সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরো প্রধান এস সোমনাথ বলেন, ‘‘এটা ঘোষণা করতে পেরে আমি খুব খুশি যে, গগনযান টিভি-ডিআই ১ মিশনের সফল উৎক্ষেপণ হয়েছে।’’ ক্রু মডিউল নির্মাতার বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন ইসরো প্রধান।

প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালে মূল গগনযান মিশনের লক্ষ্য নিয়েছে ইসরো। ৩ মহাকাশচারীকে নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দেবে গগনযান। সেই মিশন সফল করতেই এদিন থেকে গগনযানের পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ শুরু করল ইসরো।

ক্যাসিনি মহাকাশযানের তোলা ছবি অন্য ‘চাঁদে’র

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার ক্যাসিনি মহাকাশযান সম্প্রতি এক অত্যাশ্চর্য ছবি প্রকাশ করেছে। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে ডাম্পলিং শেপের একটি অত্যাশ্চর্য বস্তুকে। কী সেই বস্তু। তা দেখে আপনি অবাক হবেনই। জানেন আপনি কী দেখছেন? নাসার ক্যাসিনি মহাকাশযানের তোলা ছবিটি আসলে শনি গ্রহের সবথেকে ভিতরে অবস্থিত চাঁদের। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা নাসা প্রায়ই আমাদের সৌরজগতের মধ্যে গ্যালাক্সি, নক্ষত্র এবং গ্রহ সম্পর্কিত নানা আপডেট দেয়। নিত্যনতুন আবিষ্কারে মহাকাশ উৎসাহীদের আনন্দ দেয়। এবারও তার মহাকাশযান দ্বারা ক্যাপচার করা মনোমুগ্ধকর ছবি শেয়ার করে চমকে দিয়েছে। সাম্প্রতিক পোস্টে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এজেন্সি নাসা বাইরের মহাকাশে দেখা ডাম্পলিং আকৃতির একটি বস্তুর একটি ছবি প্রকাশ করেছে। এই ছবি শেয়ার করে নাসা জানতে চেয়েছে নেটিজেনরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছেন।

আসলে নাসার ক্যাসিনি মহাকাশযান দ্বারা ক্যাপচার করা বস্তুটি শনির সবথেকে ভিতরের চাঁদের। নাম প্যান। নাসা দুটি ছবি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তুলেছে। বাম দিকের ছবিটি চাঁদের ওপর থেকে তোলা বলে মনে হচ্ছে, ডানদিকের ছবিটি নীচ থেকে নেওয়া হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শনির ওই চাঁদের মধ্যবিন্দুর চারপাশে একটি সমতল শৈলশিরা রয়েছে। রেখাগুলি দেখে মনে হচ্ছে, তার পৃষ্ঠজুড়ে স্ক্র্যাপ করা হয়েছে। নাসা আরও ব্যাখ্যা করেছে, প্যান হল শনির পরিচিত চাঁদগুলির মধ্যে সবথেকে ভিতরের অংশ। এটি শনির বলয়ের মধ্যে একটি ফাঁকের ভেতর থেকে গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করে। এই উপগ্রহটি প্রতি ১৩.৮ ঘন্টায় ৮৩ হাজার মাইল উচ্চতায় একটি কক্ষপথ সম্পূর্ণ করে। মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছে, ‘‘প্যানের বিষুবরেখার চারপাশে শনি গ্রহের চাঁদ অ্যাটলাসের মতো এবং চাঁদকে তার স্বতন্ত্র ডাম্পলিং আকৃতি প্রদান করে।

ধুলো দিয়ে চাঁদের মাটিতে তৈরি হবে ঝাঁ চকচকে শহর
অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নাসার

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা সম্প্রতি এক অদ্ভুত পরিকল্পনা নিল। ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে একটি বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে নাসা। তা তৈরি হবে ধুলো দিয়ে। চাঁদে গিয়ে নভোচারীদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

চাঁদে জমি কেনার হিড়িক বেশ অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছে। এবার শুধু বাকি আছে বাড়ি তৈরি ও রাস্তা নির্মাণ। তা হলেই সবমিলিয়ে ঝাঁ চকচকে একটা শহর তৈরি হয়ে যাবে। চাঁদে একের পর এক মিশনে যাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। সারা বিশ্বের মহাকাশ সংস্থাগুলোর লক্ষ্য যে চাঁদের দিকে, তা বললে ভুল কিছু বলা হবে না। বিভিন্ন দেশ চাঁদে মিশন পাঠায় জলের খোঁজে। কেউ আবার খনিজের সন্ধানে। তবে মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার পরিকল্পনা শুনলে আপনার চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। এবার ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে একটি বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তা হলে নভোচারীদের কোনওরকম সমস্যা হবে না।

এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে একদল বিজ্ঞানী বিভিন্ন গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। একদল বিজ্ঞানী সায়েন্টিফিক রিপোর্টস জার্নালে এই বিষয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে, চাঁদের ধুলো দিয়েই তৈরি হবে পাকা রাস্তা। আর তা দিয়ে শুধু রাস্তা নয়, বাড়ি বানানোও সম্ভব। চাঁদের ধুলো ল্যান্ডিং প্যাড তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কাজটি জায়ান্ট লেন্সের সাহায্যে করা হবে, যাতে সূর্যের আলোকে ব্যবহার করবেন বিজ্ঞানীরা।

চাঁদে উপস্থিত ধূলিকণা পৃথিবীর মতো একেবারেই নয়। চাঁদের ধুলো আগ্নেয়গিরির শিলা দিয়ে তৈরি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এটি ধ্বংস হয়ে সাদা পাউডারের মতো হয়ে গিয়েছে। যেহেতু চাঁদে বাতাস বা জল নেই, সেখানে উপস্থিত ধুলো খুবই শক্ত। তবে এই ধুলো শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে মহাকাশচারীদের ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। এটি চাঁদে উপস্থিত ল্যান্ডার এবং স্পেসসুটগুলিরও ক্ষতি করতে পারে।

চাঁদে ভাল রাস্তা তৈরি করলে, সেই রাস্তা দিয়ে রোভারগুলিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এতে তারা কোনও গর্তে পড়বে না। এমনকী রোভারের কোনওরকম ক্ষতিও হবে না। তবে এখনও এই বিষয়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। পরবর্তীকালে যদি দেখা যায়, ধুলো ব্যবহার করা যাচ্ছে না। তখন নকল চাঁদের মাটি গলিয়ে স্ল্যাব তৈরি করে, তা দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হতে পারে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

অভিষেকে প্রথম স্পর্শেই গোল বার্সা তরুণের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্সেলোনার হয়ে খেলার স্বপ্ন অনেকেরই থাকে। বিশেষ করে লা মেসিয়া একাডেমিতে বেড়ে ওঠা তরুণদের তো অবশ্যই। মার্ক গিউইয়েরও ছিল। কিন্তু অভিষেকে বলে প্রথম স্পর্শেই গোল করবেন, আর সেই গোলে দল জিতবে;এতটা দুঃসাহসী স্বপ্ন তাঁর কখনোই ছিল না।

বার্সেলোনার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে এটিই ঘটেছে গিউইয়ের সঙ্গে। লা লিগা অভিষেকের ৩৩ সেকেন্ডেই বার্সেলোনাকে গোল এনে দিয়েছেন ১৭ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। ম্যাচের ৮০ মিনিটে দেওয়া গিউইয়ের গোলে বার্সা ১-০ ব্যবধানে জিতে মাঠ ছেড়েছে।

এটি লিগে বার্সেলোনার সপ্তম জয়। ১০ ম্যাচ শেষে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে বার্সা, ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষ দুটি স্থানে রিয়াল মাদ্রিদ ও জিরোনা। ঘরের মাঠে বিলবাওয়ের বিপক্ষে ম্যাচে চোটের কারণে ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং, পেদ্রি ও রবার্ট লেভানডস্কিকে পায়নি বার্সেলোনা। এরপরও অবশ্য জোয়াও ফেলিক্স, ফেরান তোরেস, ফারমিন লোপেজদের নিয়ে গড়া আক্রমণভাগ বিলবাও রক্ষণে চাপ তৈরি করতে পেরেছে। ম্যাচের ১০ মিনিটে ফেলিক্সের একটি শট বারে লেগে ফিরে আসে। দুবার তাঁকে গোলবঞ্চিত করেন বিলবাও গোলকিপার উনাই সিমোন। জাভি হার্নান্দেজের দলকে গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে ৮০ মিনিট পর্যন্ত।

লোপেজের বদলি হয়ে নামার আধা মিনিট পরই ফেলিক্স থেকে পাওয়া বল ডান পায়ের শটে জালে জড়িয়ে দেন গিউই। ১৭ বছর ২৯১ দিন বয়সী গিউই চলতি শতকে লা লিগায় বার্সেলোনার সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা।

ম্যাচ শেষে লা মেসিয়া অ্যাকাডেমিতে বেড়ে ওঠা এই তরুণ ইস্পোর্টস ৩-কে বলেন, ‘আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে শ্বাস

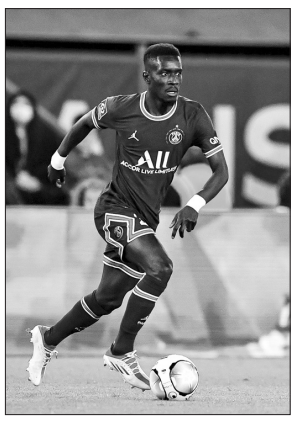

নিতে পারছি না! এটা অকল্পনীয়। সারাটা জীবন সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি, আমি আজ ঘুমাতে পারব না।

বার্সেলোনার হয়ে অভিষেকে গোল করবেন, এমন স্বপ্ন সব সময়ই দেখে এসেছেন গিউই। তিনি বলেন, ‘‘এমন কিছুর স্বপ্ন যে আমি কতবার দেখেছি। প্রায় প্রতি রাতেই। আচমকাই করেই যেন ঘটে গেল। আমি ভাবারও সময় পাইনি। আমার মন বলছিল গোল হয়ে যেতে পারে। ফেলিক্স যখন বলটা নিয়ন্ত্রণে নিলেন, দেখলাম ওদের রক্ষণের পেছনে কিছুটা ফাঁকা আছে। উনি আমাকে বলটা দিলেন, উনাই সিমনের বিপক্ষে আমি গোল করে ফেললাম। এত বড় মাপের একজন গোলকিপারের বিপক্ষে গোল করতে পারাটা আমার জন্য সম্মানের।’’

ম্যাচ শেষে বার্সেলোনা কোচ জাভির অভিনন্দন পেয়েছেন গিউই। পেয়েছেন প্রশংসাবাণীও, ‘‘আমি ওকে বলেছিলাম তুমি একটা সুযোগ পাবে। সে একটা সুযোগই পেয়েছে, আর সেটাই কাজে লাগিয়েছে। আমার মনে হয়েছে সে এই পর্যায়ে খেলার জন্য প্রস্তুত। আমি মার্কের জন্য খুবই খুশি। সে পরিশ্রমী। বলে প্রথম স্পর্শেই গোল করাটা অসাধারণ ব্যাপার। আমি ওকে অভিনন্দন জানিয়েছি। ওর এখন কেমন অনুভূতি হচ্ছে বুঝতেই পারছেন। খুব সম্ভবত এটা ওর জীবনের সেরা দিন।’’

ফিরেই জোড়া গোল লিওনেল মেসির
ভাঙলেন লুইস সুয়ারেজের রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আর্জেন্টিনার একাদশে ফিরলেন লিওনেল মেসি, ফিরলেন সেই চেনা রূপে। প্রথমার্ধেই করে ফেললেন জোড়া গোল। আর লিওনেল মেসির করা সেই জোড়া গোলেই জিতল আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে পেরুকে ২-০ গোলে হারিয়ে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

এখনও পর্যন্ত ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে একটি ম্যাচও হারেনি আর্জেন্টিনা। জয়ের ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি শীর্ষস্থানও ধরে রাখল লিওনেল স্কালোনির টিম। ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট আর্জেন্তিনার। পয়েন্ট টেবলে শীর্ষ চারটি দলের মধ্যে শুধু আর্জেন্টিনাই এখনও পর্যন্ত নিজেদের সব ম্যাচ জিততে পেরেছে।

পাঁচ দিন আগে প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলের জয় পেয়েছিল। সেই ম্যাচে পুরো ফুটি না হলেও, ৫৩ মিনিটে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমেছিলেন মেসি। আজ লাওতারো মার্টিনেজের জায়গায় তাঁকে অধিনায়ক হিসাবে একাদশে ফিরিয়ে আনা হয়। ৪২ মিনিটের মধ্যে জোড়া গোল করে ম্যাচের ভাগ্য ঠিক করে দেন আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড। ৩২ মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজ পাস ধরে মেসিকে বাড়ান নিকো গঞ্জালেসক। মেসি সেই ক্রস ঘরে ঠান্ডা মাথার বাঁ-পায়ের শটে বল জালে জড়ান।

এই গোলের সৌজন্য মেসি ভেঙে দেন তাঁর বন্ধু ও প্রাক্তন সতীর্থ উরুগুয়ের তারকা লুইস সুয়ারেজের রেকর্ড। সুয়ারেজ এতদিন দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন।

তাঁর গোলসংখ্যা ছিল ২৯টি। প্রথম গোলটি করে মেসি সুয়ারজকে টপকে যান। তিনি করেন ৩০তম গোল। ঠিক এর ১০ মিনিট পরই নিজের এই গোলসংখ্যাকে ৩১-এ উন্নীত করেন ইন্টার মায়ামি তারকা। ৪২ মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজের বক্সে বাড়ানো পাসে শট নিতে গিয়ে ডামি করেন জুলিয়ান আলভারেজ। আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকারের ডামিতে শট নেওয়ার সুযোগ পেয়ে যান মেসি। গোল করতে তাঁর কোনও ভুল হয়নি।

দক্ষিণ আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে ম্যাচে সর্বোচ্চসংখ্যক জোড়া গোলের রেকর্ডেও ভাগ বসালেন মেসি। চিলির অ্যালেক্সি স্যাঞ্চেস ও বলিভিয়ার হোয়াকিন বোতেরোর সঙ্গে সমান ৫ বার করে ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন। সব মহাদেশ মিলিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে মেসি এখন চতুর্থ। ৩৯ গোল নিয়ে শীর্ষে গুয়াতেমালার কার্লোস রুইজ। ৩৬ গোল নিয়ে দুইয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, ৩৫ গোল নিয়ে তিনে ইরানের আলি দাই এবং ৩১ গোল নিয়ে চারে রয়েছেন মেসি।

পেরুর বিপক্ষে মেসি হ্যাটট্রিকও পেতে পারতেন। ৫৭ মিনিটে তাঁর করা গোলটি অফসাইডের কারণে বাতিল হয়ে যায় ভারের মাধ্যমে। হ্যাটট্রিক না হলেও বিশ্বকাপ বাছাইয়ে পেরুর বিপক্ষে গোল করে, একটি গেরো কাটিয়েছেন মেসি। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দু'টি দলের বিপক্ষে এত দিন তিনি গোল পাননি— তার একটি পেরু এবং অন্যটি ব্রাজিল। পেরুর বিপক্ষে এদিন গোল পাওয়ার বাকি রইল শুধু ব্রাজিল।

ইস্টবেঙ্গলের বিতাড়িত কোচ পাকিস্তানে গড়লেন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: নতুন দায়িত্ব পেয়ে একশো শতাংশ সফল ইস্টবেঙ্গলের বাতিল কোচ স্টিফেন কনস্টান্টাইন। ভারতের পড়শি দেশকে এনে দিলেন বড় সাফল্য। ব্রিটিশ কোচ পাকিস্তানের সিনিয়র ফুটবল দলের দায়িত্ব নিয়েই চমকে দিলেন। বড় সাফল্য পেল পাকিস্তান। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ঘরের মাঠে কম্বোডিয়াকে ১-০ হারিয়েছে পাকিস্তান। এই প্রথম বার বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের কোনও ম্যাচ জিতল তারা।

২০১৮ সালের পর থেকে পাকিস্তান ফুটবল টিম কোনও ম্যাচই জিততে পারেনি। পাঁচ বছর পরে কোনও ম্যাচ জিতল তারা। সেই ম্যাচ আবার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের। মোদ্দা কথা, কনস্ট্যান্টাইনের হাত ধরে ইতিহাস লিখল পাকিস্তান ফুটবল টিম। কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ম্যাচের জন্যই পাকিস্তান কোচ করে কনস্ট্যান্টাইনকে। কম্বোডিয়ার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচটি ০-০ ড্র হয়েছিল। তবে ঘরের মাঠে কনস্ট্যান্টাইনের স্ট্র্যাটেজিতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে পাকিস্তান। এবং সেই ম্যাচে হারুন হামিদের একমাত্র গোলে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারতের পড়শি দেশ। ২০১৫ সালের পর থেকে এই প্রথম পাকিস্তানে কোনও ফুটবল ম্যাচ হল। আর সেই ম্যাচেই জিতল তারা। স্বাভাবিকভাবেই কৃতিত্বটা ষোল আনা বর্তায় কনস্ট্যান্টাইনের উপরেই। ফিফা ক্রমতালিকায় ১৯৭ নম্বরে রয়েছে পাকিস্তান। তাদের কাছে এই জয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কম্বোডিয়াকে হারিয়ে যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় পর্বে গেল পাকিস্তান। সেখানে আরও ন'টি দল রয়েছে।

একটা সময়ে কনস্ট্যান্টাইনের হাত ধরেই ভারতীয় ফুটবলে সাফল্যের জোয়ার এসেছিল। দু'দফায় ভারতের জাতীয় দলকে কোচিং করিয়েছেন স্টিফেন কনস্ট্যানটাইন। প্রথম বার কোচ হয়ে আসেন ২০০২-এ। ২০০৫ পর্যন্ত তিনি জাতীয় দলের কোচ ছিলেন তিনি। সে সময় তাঁর অধীনে ভারতীয় দল খুব একটা সাফল্যের মুখ দেখেনি। জিতেছিল শুধু এলজি কাপ। এর পর ২০১৫ সালে ফের ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তিনি বহু সাফল্য পান।

অর্থাৎ পাকিস্তানকে নিয়ে মোট ১০টি দল এবার নিজেদের মধ্যে হোম-অ্যাওয়ে ফরম্যাটে খেলবে। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে নভেম্বরে সৌদি আরব, তাজিকিস্তান জর্ডনের বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান। তার আগে এই জয় তাদের আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

বিরাট কোহলি ধোনির চেয়ে ভালো ফিনিশার

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বিশ্বকাপটা কি তবে বিরাট কোহলি নিজের করে নিতে যাচ্ছেন? পরপর দুই ম্যাচে দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ভারতকে জিতিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই মুহূর্তে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রশংসায় ভাসছেন কোহলি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোহলিকে নিয়ে আলোচনা সর্বত্র। পুনেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে শতরান করে দলকে জিতিয়েছেন। ধর্মশালায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে অবশ্য অল্পের জন্য শতরান পাননি। ম্যাচের একেবারে শেষ দিকে আউট হয়েছেন ৯৫ রানে। তবে কোহলির এই ইনিংসও দারুণ প্রশংসা পাচ্ছে। আলোচনা শুরু হয়েছে কোহলির ম্যাচ জিতিয়ে ফেরার সামর্থ্য নিয়ে। সাবেক ভারতীয় ব্যাটসম্যান গৌতম গম্ভীর তো বলেই দিয়েছেন, সবাই ধোনির ম্যাচ জিতিয়ে ফেরার সামর্থ্য নিয়ে বেশি আলোচনা করলেও কোহলি এই কাজে ধোনির চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ জেতানোর পর গম্ভীর এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ‘ফিনিশার’ শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ‘ম্যাচ জিতিয়ে ফেরার সামর্থ্যে কোহলির ধারেকাছেও কেউ নেই। ‘ফিনিশার’ কাকে বলে আসলে! যে ব্যাটসম্যান পাঁচ কিংবা সাতে ব্যাটিং করে, সে-ই? নয়! ফিনিশার তাকেই বলে, যে ব্যাটসম্যান রানতাড়ায় দুর্দান্ত। ধোনিকে সবাই ফিনিশার বলে। কিন্তু কোহলি ধোনির চেয়েও ভালো।

নিউজিল্যান্ডের ২৭৩ রান তাড়া করতে গিয়ে ভারত যে খুব সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল, এটা বলা যাবে না। বরং ৫ উইকেট চলে যাওয়ার পর কিছুটা চাপেই ছিল। কিন্তু একপ্রান্ত আগলে রেখে কোহলি সতর্কতা আর আগ্রাসনের মিশেলে খেললেন তাঁর ৯৫ রানের ইনিংসটি। শেষ দিকে রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে তিনি যে জুটি গড়লেন, সেটি অনবদ্যই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থায় কোহলির এমন যে কত ইনিংস আছে, তার হিসেব নেই। রানতাড়ার সময়ই যেন কোহলি নিজেকে পুরোপুরি মেলে ধরেন। ভেতর থেকে বের করে নিয়ে আসেন নিজের সামর্থ্যের সবটুকু।

মহেন্দ্র সিং ধোনিরও এমন ম্যাচ জিতিয়ে ফেরার অনেক উদাহরণ আছে। ৬ কি ৭ নম্বরে ব্যাট করে ধোনি ম্যাচ জিতিয়ে ফিরতেন। তবে গম্ভীরের অনুযোগ, টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের কেন যেন ‘ফিনিশার’ হিসেবে ধরা হয় না, যেটি ঠিক নয়। বিরাট কোহলি যেভাবে ভারতকে বারবার ম্যাচ জিতিয়ে ফিরেছেন, তাতে ফিনিশারের তকমাটা তাঁর সঙ্গে খুব ভালোভাবেই যায়। তা ছাড়া রান তাড়া করার ক্ষমতাটাই কোহলির অসাধারণ।

A COMPLETE CARE MULTI-SPECIALITY HOSPITAL THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

PATAKA
100th Birthday OF OUR FOUNDER

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY : GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL & DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

PATAKA
TEA

No one like me
No one like my
Pataka

Ghazab ka swad

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf of 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com

Vol: 8 Issue:49, DL No.76, RNI No.WBBEN/2014/56111